قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

دُعَاءُ مَسْنُوْن

দোয়ায়ে মাছনুন

বা

প্রিয় নবীর (সঃ) প্রিয় দোয়া সমূহ

যাবতীয় দোয়া কোরআন ও হাদীছ

হইতে সংগৃহীত

সংকলণে

মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ

মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন, রিসার্চ স্কলার

হাদিয়া রাফ – ২০.০০ টাকা মাত্র।

সাদা – ৩০.০০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দোয়ায়ে মাছনুন ঃ
বা
প্রিয় নবী (ছঃ) — এর প্রিয় দোয়া সমূহ

দোয়ার ফজীলত

মুসলমান তার জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারেই মাথা নিচু করবে, আপদ-বিপদ ও বালা-মুসিবত হতে নিজের মুক্তি লাভের জন্য তারই দরগাহে ফরিয়াদ জানাবে, ধনদৌলত, মান-ইজ্জত ও আওলাদ সম্পর্কীয় যে কোন নেক মকসুদ পূরণ করার জন্য কেবলমাত্র তাঁরই কাছে আবেদন -নিবেদন করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তায়ালাও এটাই চান। বান্দা তারই দুয়ায়ে পড়ে থাকুক, সুখ-সমৃদ্ধির দিনে তাঁর নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করুক, দুঃখ-দৈন্যের দিনে তাঁরই দয়া ও করুণা ভিক্ষা করুক- এটা হচ্ছে তাঁর রেজামন্দী লাভের প্রধান সোপান। দোআ ইস্তেগফার, ফরিয়াদ, মোনাজাত, আবেদন-নিবেদন তথা নিজের দীনতা প্রকাশ করে বান্দারা আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করে, পাপীরা পাপমুক্ত হয় আর নেককারদের মর্য্যাদা আরও উন্নত হয়। এক কথায়, দোআর বরকতে মানুষ দু'জাহানের কল্যাণ লাভ করে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য, আর ও বেশী নিয়ামত লাভ করার জন্য, রোগ- শোক ও অন্যান্য কষ্ট-ক্লেষ হতে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের উচিত উঠা-
বসায় কথা- বার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-জাগায় ইত্যাদি কাজে ও প্রতি পদ ক্ষেপে আল্লাহ্‌র কথা মনে রাখা আর বিশেষ বিশেষ দোআ পড়ে কার্যতঃ তার বন্দেগী ও গোলামীর

পরিচয় দেওয়া। প্রত্যেকটা কাজ করার সময়ে নির্দিষ্ট দোয়া পড়ার অর্থ হলো আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা আর তাঁকে স্মরণ করা মানেই বান্দার নিজের লাভ হওয়া। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে–

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْ الِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ

অর্থ্যাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তা হলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর আমার নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করো এবং আমার নাফরমানী করো না"
আর এক আয়াতে আর ও স্পষ্ট ভাষায় হুকুম হয়েছে–

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

–"তোমারা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"
হযরত নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ্যাৎ " মুমিন বান্দাদের জন্য দোআ হাতিয়ার স্বরূপ।" অস্ত্র–শস্ত্রের সাহায্যে মানুষ যেমন শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করে বা শত্রুর উপর জয়ী হয়, তেমনি দোয়ার সাহায্যে সে প্রাকৃতিক বালা–মুসিবত হতে নিরাপদ থাকতে এবং পাপ কাজ থেকে পবিত্র থেকে শয়তান ও নিজের নফসের উপর জয়ী হতে ও
জীবনে সত্যিকার কামিয়াবী হাছিল করতে পারে।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরীফে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বান্দার ডাকে সাড়া দিবেন। তাঁর ওয়াদা তো বরখেলাফ হতেই পারে না; যে কোন ভাবে হোক, আল্লাহ্ বান্দার দোয়া কবুল করেন। এ কথাই হুজুর (সাঃ) এর এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে– " এমন কোন মুসলমান নাই যার দোয়া আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন না। হয় যা চায়,

তাই তাকে দেওয়া হয়, নতুবা তার উপর হতে কোন বিপদ দুর করে দেওয়া হয় তবে শর্ত এই যে, সেই দোয়া কোন গুনাহের কাজ বা রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। (তিরমিজী)

হযরত রাসুলে পাক (সাঃ) বলেন– "যখন কোন মুসলমান কোন বিষয়ে দোয়া করে, তখন হয় সে যা চায়, তাই পেয়ে থাকে, নতুবা তার উপর হতে কোনও মুসিবত টলিয়ে দেওয়া হয়, অথবা তার দোয়া পরকালের জন্য জমা করে রাখা হয়। (আহ্‌মদ ও বায়যবী)

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দোয়া করার তওফিক লাভ করলে বুঝতে হবে যে তার জন্য আল্লার রহ্‌মতের দরজা খুলে গিয়েছে। " শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসা " ও স্বীয় নফ্‌সের কুমন্ত্রণা হতে নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য বান্দারা আল্লাহ্‌র দরবারে দোআ করুক– এটা তাঁর কাছে খুব প্রিয়। দোয়া সব অবস্থায়ই উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমরা সব সময় দোয়া কারো। " (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেছেন – আল্লাহ্ তায়ালা দয়ালু ও লজ্জাশীল কোন ও বান্দা তাঁর দরবারে হাত পাতলে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। " (আবু দাউদ)

আমরা মানুষ। ফেরেশ্‌তাদের মতে খাওয়া–পরার ঝামেলা হতে আমরা মুক্ত নই। আমাদের জীবনে দেখা দেয় বহুবিধ সমস্যা, দেখা দেয় নানা রকম চাহিদা। নিজের ভাত– কাপড়ের চাহিদা, স্ত্রী – পুত্র কন্যার ভরণ– পোষণের তাগিদ চিকিৎসার তাগিদ, শিক্ষার তাগিদ; সমাজের প্রতি কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য– এ ধরণের হাজারো রকম জিম্মাদারী আমাদের উপর রয়েছে। এ জিম্মাদারী রক্ষা করতে হলে আমাদের অনেক কিছু করতে হয়, জীবিকা অর্জনের জন্য আমাদের কোন না কোন পথ বেছে নিতে হয়।

মনে করুন, শীত গ্রীষ্মের প্রতিকুল অবস্থা হতে আত্মরক্ষার জন্য আমরা পোশাক পরি। পোশাক দিয়ে আমাদের সভ্যতা প্রকাশ পায়। পোশাক পরে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশমত 'সতর' ঢাকি। এক কথায়, পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদেরকে শীত গ্রীষ্মের কষ্ট হতে বাঁচায়, ভদ্র সমাজে চলার যোগ্য করে, আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের দলে শামিল করে। এ অবস্থায়, পোশাক পরবার সময় আমরা যদি এ সম্পর্কীয় দোয়া পড়ি তা হলে এক সঙ্গে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় হবে আর আল্লাকে স্মরণ করা হবে। বাস্তবিকই কত লোক কাপড়ের অভাবে কত কষ্ট পায়, আর আমি দামী দামী কাপড় পরি। আমার কি উচিৎ নয়, আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞ হওয়া

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন – "যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরবার সময় 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী" –দোয়াটা পড়ে, তার আগের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরলো, সামর্থ্য থাকলে তার উচিৎ পুরাতন কাপড় গুলো কোন গরীব–মিস্কিনকে দান করে দেওয়া, নতুন কাপড় পরবার সময় 'আল্হামদু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী'– দোয়া পড়া। এ দোআর বরকতে আল্লাহ্ তাকে সারা জীবন নিরাপদে রাখবেন এবং তার মৃত্যুর পর তাকে বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত করবেন। (তিরমিজী)

মোটকথা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার ভিতর দিয়েও আমরা আল্লাহ্র জিকির করতে এবং সেই জিকিরের বদৌলতে দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করতে পারি।

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা পানাহার করি। পানাহার তো পশুরাও করে। তবে আমরা যে আশরাফুল মাখলুকাত,এজন্য পানাহার কালে আমাদের আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করতে হয়– যিনি আমাদের অসংখ্য গোনাহ্ সত্ত্বেও আমাদেরকে রিজিক দান করছেন। খাওয়ার

সময়ও আমরা আল্লাহ্র জিকির করতে পারি। বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া আরম্ভ করলে, খাওয়ার শেষে আলহামদু লিল্লাহ্ বললে, আল্লাহ্র এবাদত করার জন্য প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি অঞ্চয় করার নিয়্যতে আহার করলে আমরা নিঃসন্দেহে খাওয়ার সময়টুকুর জন্য জিকিরের ফজিলত পাবো। অবশ্য সেই খাবার হালাল জিনিস এবং হালাল পথে অর্জিত হতে হবে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অনেক সময় অনিষ্টকারী উপাদান থাকে। যদি আমরা খাওয়ার শুরুতে " বিসমিল্লাহিল্লাজী লা ইয়াদুরুরু "দোয়াটা পড়ি, তা হলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমরা খাদ্যের অপকারিতা হতে রক্ষা পাবো, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার দায়িত্বটাও আমাদের পালন করা হবে।

প্রত্যেকটা কাজ করার সময় এভাবে কোনও তসবীহ্ বা দোয়া পাঠ করার বড় ফায়েদা হলো যে বান্দার দিল, (অন্তকরণ) কখনও আল্লাহ্র স্মরণ হতে অলস থাকতে পারে না এবং বান্দার নফস বা শয়তান তাকে আল্লাহ্র নাফরমানী করবার জন্য প্রলোভন দেওয়ার সুযোগ পায় না আল্লাহ্র পবিত্র নাম যখন অন্তরে জপবে, শয়তান তখন দূরে থাকবে, আর যখন আল্লাহ্র নাম ভুলে যাবে, তখনই মনের মধ্যে নানা রকম শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা, লোভ লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও নানারকম পাপের খেয়াল আসবে। তাই যে কোন কাজ করতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে, অন্তরে তাকে স্মরণ করবে। আল্লাহ্র অসংখ্য নিয়্যমতের সমুদ্রে নিজে ডুবে রয়েছে বলে বিশ্বাস রাখবে, তা হলে শয়তান ধারে কাছে ও ঘেষতে পারবে না।

।।দোয়া'র উপযুক্ত সময়।।

দোয়ার উপকারিতা এবং গুরুত্বের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এবার দোয়ার উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। এমনি তো উঠা-বসা, খাওয়া-পরা ইত্যাদি প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র পবিত্র নাম

স্মরণ করবেন এবংদোয়া পাঠের মাধ্যমে মাওলার **রহমতের জন্য** ফরিয়াদ জানাবেন। তাছাড়াও এমন কতকগুলো খাছ **খাছ সময় ও** মুহূর্ত রয়েছে, যখন কোন দোয়া করা হলে সাধারণতঃ তা **বিফল হয়** না। সেই সময়গুলোর মধ্যেও আল্লাহ্ তায়ালা খাছ বরকত রেখেছেন। বান্দাদের জন্য এটাও তাঁর আরেকটা বড় নিয়ামত।

আরো পরিষ্কার ভাষায়, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য, তার আবেদন-নিবেদন শুনবার জন্য সর্বদা প্রস্তত রয়েছেন; বান্দার সকল সময়ের দোয়াই তিনি কবুল করতে পারেন এবং করেও থাকেন। তা সত্ত্বে ও বান্দাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া' ও মুনাজাতের দিকে এবং তাঁর দরবারে ফরিয়াদ করার দিকে তাদেরকে বেশী আগ্রহান্বিত করার জন্য তিনি কতকগুলো সময়ের **মধ্যে খাছ** বরকত রেখেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা চান যে, বান্দারা ঐ **সমস্ত সময়ে** দোয়া করে নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ বেশী করে **হাসিল করুক।** বস্তুতঃ সুযোগমত অল্প এবাদত ও সামান্য পরিশ্রম করে **আমরা বিপুল** সওয়াবের অধিকারী হতে পারি। তাই এখানে দোয়া **কবুল হওয়ার** কয়েকটা খাছ সময় দেওয়া হলো-

(১) আজানের সময়। (আবু দাউদ, দারেমী)

(২) আজানের পর হতে নামাজের এক্বামত পর্যন্ত **মধ্যবর্তী** সময়। (তিরমিজ)

(৩) জুমুআর খুত্বার সময় হতে নামাজের সময় **শেষ হওয়া পর্যন্ত।** (মুসলিম)

(৪) জুমুআর দিন আসরের পর হতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। **(তিরমিযী)**

(৫) জিহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চলাকালে। **(আবু-দাউদ)**

(৬) শেষ রাতে; বিশেষতঃ জুমুআর রাতে। (তিরমিযী)

(৭) ফরজ নামাজের পরেই। (তিরমিযী)

(৮) সিজ্দা অবস্থায়। (তিরমিযী)

(৯) শবে'ক্বদর, শবে বরাত ও দু'ঈদের রাতে। (আবু-দাউদ)

(১০) হজ্জের রাতে। (আবু-দাউদ)

(১১) তাহাজ্জুদ নামাজের পর শেষ রাতের দিকে।

(১২) মুবাল্লেগীনের তাব্লীগে-দ্বীনের কাজ গাশ্ত করার সময়ে

।। দোয়া' কবুল হওয়ার শর্ত ।।

আমরা মনে করি, দোয়া করলেই বুঝি তা কবুল হবে। কিন্তু না, দোয়া কবুল হওয়ার কতকগুলো শর্ত আছে আর সেই সমস্ত শর্ত পুরাপুরি পালন হয় না বলেই আমাদের অধিকাংশ দোয়া আল্লাহ্র দরবারে ব্যর্থ হয়ে যায়। এখানে কয়েকটা শর্তের বর্ণনা দেওয়া হলো।

১। আল্লাহ্র রহমতের উপর অগাধ বিশ্বাস। দোআ' করার সময়ে যে বান্দার অন্তরে আল্লাহ্র রহমতের উপর যত গভীর আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে, তার দোআ' তত তাড়াতাড়ি কবুল হবে।

২। তাওয়াজ্জুহ্ এবং হুজুরে-ক্বল্ব অর্থ্যাৎ পুরা ইখলাছও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে হবে। দোআ করার সময়ে মনোযোগ না থাকলে সেই দোয়া কবুল হওয়ার কোন নিশ্চয়ত নাই। এটা বহু পরীক্ষিত যে, আন্তরিকতার সাথে কোন নেক দোয়া করা হলে তা অবশ্যই কবুল হয়। দোআ'র মধ্যে রিয়াকারী অর্থ্যাৎ লোক দেখানো মনোভাব যেন না থাকে। তা হলে লোক দেখানোই হবে, দোয়া কবুল হবে না। কাজেই, যথাসম্ভব নির্জনে বসে দোয়া করবে।

(৩) দোয়া করার সময়ে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করা এটা আল্লাহ্র কাছে খুব পছন্দনীয়। নিজের দীনতা- হীনতা প্রকাশ করে, অন্তরের

সবটুকু আবেগ দিয়ে অতীতের গুণাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে কেঁদে দোয়া করবে। হাদীস শরীফে আছে– 'গুণাহগার বান্দার চোখের পানি আল্লাহর ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

হাদীস শরীফে আছে– " যে ব্যক্তি নিশীথ রাতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে আর তখন তার দু'গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবে।" (বায়হাকী)

আরেক হাদীসে আছে –" আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে ও তাঁর রহমত লাভের আশায় যে চোখ কাঁদে, তাঁর জন্য দোজখের আগুন হারাম।"

(৪) হালাল পথে উপার্জিত হালাল রিজিক খাওয়া। হযরত রাসুলে মকবুল (সাঃ) বলেন– "মানুষের খাদ্য যে পর্যন্ত না হালাল হবে, সে পর্যন্ত তার দোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।" (তিরমিযী)

(৫) " আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুন্কার " –অর্থ্যাৎ মানুষকে ন্যায়ের নির্দেশ দেওয়া আর অন্যায় হতে বারণ করা। হযরত নবী করিম (সাঃ) বলেন–" সেই পাক জাতের নামে কসম করে বলছি, যাঁর কুদরতের হাতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, দু অবস্থার এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে; হয় তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, আর না হয় অবিলম্বে তোমাদের উপর আল্লাহ্র আজাব নাজিল হবে, আর তখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। "

মোট কথা, অন্যায় অনাচার ও পাপ কাজের দৌরাত্ম্য সমাজে খুব বেড়ে গেলে সে সমাজের লোকদের দোয়া কবুল হয় না।

দোয়াকবুলের পথে বাধা

এমন কতকগুলো কাজ আছে, যা করতে থাকলে আল্লাহ্র দরবারে কোন দোয়া করলে তা কবুল হবে না। যথা–

(১) হারাম খাওয়া। অর্থ্যাৎ হারাম পথে উপার্জিত খাদ্য খাওয়া বা কোনও হারাম জিনিস খাওয়া।

২। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আস্থা ও বিশ্বাস না থাকা

৩। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা।

৪। অমনোযোগ বা খামখেয়ালীর সাথে দোআ' করা।

৫। অতীতের গুণাহের জন্য অনুতপ্ত না হওয়া।

৬। অহংকার থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র না করে দেওয়া। করা

৭। ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা।

৮। বান– টোনা ও যাদু ইত্যাদি করলে।

৯। পিতা–মাতার নাফরমানী করা।

১০। অন্যায়ভাবে কারও উপর জুলুম করা।

যাদের দোয়া কবুল হয়।

যাদের দোয়া আল্লাহ্র দরবারে ব্যর্থ হয় না–

১। মজলুমের দোয়া– যতক্ষণ পযন্ত সে জালিমের উপর তার জুলুমের প্রতিশোধ না নিবে। (বুখারী)

২। আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী মুজহিদ ব্যক্তির দোয়া– যতক্ষণ পর্যন্ত সে জিহাদে লিপ্ত থাকবে।

৩। হাজীর দোয়া– হজ্বের পর তার নিজের ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত। (আঃ মঃ)

৪। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া– যতক্ষণ রোগে কাতর থাকবে। (বুখারী)

৫। মুসাফিরদের দোয়া–যতক্ষণ সে সফরের হালতে ও তার জামা – কাপড় ধূলা মলিন থাকবে। (আবু দাউদ)

৬। রোজাদার লোকের ইফতারের সময়ের দোয়া (তিরমিযী)

৭। ন্যায় বিচারক হাকিমের দোয়া বিশেষতঃ কোন মামলায় সুবিচার করার সময়। (তিরমিযী)

৮। প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও যে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, তারদোয়া

৯। পিতা-মাতার সেই দোয়া-যা সন্তানের সেবা-যত্ন ও ব্যবহারে খুশী হয়ে তারা তার জন্য করেন। (আবু-দাউদ)

১০। অনুপস্থিত লোকের দোয়া-অর্থ্যাৎ কোন অনুপস্থিত লোকের জন্য গায়েবানা ভাবে দোয়া করা। (মুসলিম)

দোয়ার আদব বা নিয়মাবলী

আমরা কোন উচ্চপদস্থ সম্রান্ত লোকের কাছে যখন কোন আরজি পেশ করি তখন কতটা কাকুতি মিনতি করি। তা হলে আহ্কামুল হাকেমীন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কোন আরজি পেশ করতে হলে তা হলে কিরকম কাকুতি মিনতি প্রকাশ করা দরকার, তা চিন্তার বিষয়। পোষাক পরিচ্ছদ, দোয়া'র ভাষায় বা ভাব-ভঙ্গীমায় যেন কোন রকম বেয়াদবী মাওলার শানে না হয়, সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখবেন। না হলে বেয়াদবীর দায়ে পড়ে রহমতের বদলে তাঁর লানত কুড়াতে হবে। অতএব, দোয়ার কয়েকটা জরুরী আদব এখানে বর্ণনা করছি-

১। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দোয়া করবেন।

২। বা-অজু অবস্থায় দোয়া করবেন। বিনা অজুতে দোআ' করা অনুচিত বা বেয়াদবী।

৩। দোয়ার মধ্যে নিজের অতীত পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করবেন এবং ভবিষ্যতে সেই পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করবেন।

৪। নিজের অন্যান্য নেক কাজের (যেমন নফল নামাজ, নফল রোজা ও দান খয়রাত ইত্যাদি) উসিলা দিয়ে দোয়া' করবেন।

৫। দু'রাকয়াত নফল নামাজ শেষে কেবলামুখী বসে দোয়া' করবেন।

৬। দোআর শুরুতে এবং শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। (আব দাউদ)

৭। দোআ' করার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন এবং দু'হাতের তালু চেহারার দিকে থাকবে। (আবু-দাউদ)

৮। দোআ'র শেষে 'আমিন' বলতে বলতে দু'হাত দিয়ে চেহারা মুছবেন। (বুখারী)

৯। কোন গুণাহের কাজে সফলতা পাওয়ার জন্য দোআ' করবেন না।

১০। দোআ'র শব্দগুলো তিন তিনবার বলবেন। (বুখারী)

১১। দোআ'র সাথে কোন রকম শর্ত লাগাবেন না।

১২। দোআ' কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি দেখাবেন না, অর্থ্যাৎ " হে খোদা, এত দিনের মধ্যে আমার দোআ কবুল কর " -এ ধরণের কোন কথা বলবেন না।

১৩। ইমাম সাহেব নিজের, মুক্তাদী গণের এবং সমস্ত মুমিন মুসলমানদের জন্য দোআ' করবেন। (আবু দাউদ)

১৪। অন্যায় ভাবে অপরের অনিষ্ট কামনা করে দোআ' করবেন না।

১৫। ছোট বড় যে কোন মক্সুদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোআ' করবেন।

১৬। ঈমান ও এক্বীনের সাথে অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট রেখে দোআ' করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন সময়ে পড়ার দোআ'
দিনের দোআ' সমুহ

১। সকাল বেলায় পড়বেন–

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرْكَتَهٗ وَ هُدَاهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ –

উচ্চারণ – আছ্ বাহ্না ওয়া আছ্ বাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা খাইরা হাজাল ইয়াওমি ওয়া ফাত্হাহু ওয়া নাছরাহু ওয়ানুরাহু ওয়া বারাকাতুহু ওয়া হুদাহু ওয়া আউ,জুবিকা মিন শার্রি মা ফীহে ওয়া শর্রি মা ব'াদাহু। (আবু দাউদ)
অর্থ – আমি এবং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র জন্যই যিনি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক, সকাল বেলায় উপনীত হলাম। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আজকের মঙ্গল অর্থ্যাৎ বিজয়, সাহায্য নূর, বরকতও হেদায়েত কামনা করছি। আর আজকের দিন ও এর পরের দিনওগুলির সমস্ত অনিষ্টকারিতা হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২। অথবা এ দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ –

উচ্চারণ – আল্লাহুম্মা বিকা আছ্ বাহ্না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকাল মাছীর।
অর্থ– হে আল্লাহ্! আপনার কুদ্রতে আমি সকাল বেলায় প্রবেশ করেছি, আপনার কুতরতেই আমি সন্ধ্যা বেলায় প্রবেশ করি। আপরনার কুদরতেই আমি বেঁচে থাকিও মৃত্যু মুখে পতিত হই। আবার আপানার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৩। যখন সুর্য উদয় হবে, এদোয়া পড়বেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا –

উচ্চারণ– আল্হাম্দু লিল্লাহিল্লাজী আক্বালানা ইয়াও মানা হাজা ওয়ালাম ইউহ লিক্না বিজুনুবিনা। (মুসলিম)
অর্থ– সব প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আজ আমাকে মাফ করেছেন এবং পাপের কারণে আমাকে ধ্বংস করেন নাই।

৪। যখনা সন্ধ্য হয় তখন এ দোয়া পড়িবেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা বিকা আম্সাইনা ওয়া বিকা আছ্বাহ্না ওয়া বিকা নাহ্ ইয়া–ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশুর। (তিরমিযী) অর্থ– (২নং দোয়া মত)।

৫। মাগ্‌রিবের নামাজের আজান হবার সময় পড়িবেন –

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِىْ .

উচ্চারণ – আল্লাহুম্মা হা–জা ইক্ববালু লাইলিকা ওয়া ইদ্‌বা–রু নাহারিকা ওয়া আছ্‌ ওয়াতু দু'আ' তিকা ফাগ্‌ ফির্‌লী। (মিশকাত) অর্থ– হে আল্লাহ্! এটা তোমার রাতের আগমনও দিনের বিদায় গ্রহণের সময়। তোমার পক্ষ হতে আহ্বানকারীদের আহ্বান ধ্বনি হচ্ছে। সুতরাং তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

৬।হযরত ওসমান(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে রাসুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন। যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় নীচের দোয়া'টা তিনবার করে পড়বে, কোন কিছু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না দোয়া'টা এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –

উচ্চারণ– বিস্‌মিল্লাহিল্লাজী লা– ইয়াদ্বুর্‌রু মাআ' ইস্‌মিহী শাই ইউন্ ফিল আর্‌দ্বি ওয়া লা–ফিস্ সামায়ে ওয়া হুয়াস্ সামীউ'ল্ আলীম। (তিরমিযী)

অর্থ– আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম নিয়ে আমি সকাল বেলায় (বা সন্ধ্যা বেলায়) পৌছলাম–যার নামে আছমান ও জমিনের উপর কেহ ক্ষতি করিতে পারে না তিনি সব কিছু শুনেন ও সব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

নোটঃ – সন্দেহজনক খাবার মনে হলে উক্ত দোয়া পড়ে খাবে।

৭। হযরত ইবনে–আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে রুম–এর তিন আয়াত [(পারা ২১ আয়াত নং ১৭–১৯) (ফাসুব্‌হানাল্লাহি হীনা ... ও কাজালিকা

তুখ্‌রাযুন)] প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে, সে ঐ দিন বা রাত্রের অন্যান্য আমল (নফল) না করতে পারলেও এ আয়াতগুলোর বরকতে সে সব আমলের সওয়ার পাবে। (আবুদাউদ)

অর্থ– তফসীর দেখুন।

৮। হাদীস শরীফে আছে– যে ব্যক্তি নীচের এ দোয়া সকাল বেলায় পড়লো, সে ঐ দিনের আল্লাহ্‌র সমস্ত নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করলো এবং সন্ধ্যা বেলায় পড়লে, ঐ রাতের আল্লাহ্‌র সব নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করলো দোয়াটা এই–

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা মা আছ্‌বাহা বী মিন্ নি'মাতিন্ আও বি আহাদিম মিন্ খাল্ ক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌রু। (আবুদাউদ, নিসায়ী ইত্যাদি)

অর্থ– হে আল্লাহ! এই সকাল বেলায় যে নিয়ামত আমার কিংবা আপনার অন্য কোন বান্দার অধিকারে আছে, তা'শুধু আপনারই দেওয়া। আপনি একক– অংশ বিহীন্ প্রশংসা আপনার জন্যই, শুক্‌রিয়া আপনারই পাওনা।

নোটঃ– সন্ধ্যা বেলায় "মা আছবাহা বী" জায়গায় "মা আমসা বী" পড়বেন্।–

৯। হযরত ছওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেন," যে মুসলমান ব্যক্তি প্রত্যেক সকাল বা সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়বে, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন খুশী করার জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন। দো আ'টা এই–

رَضِيْتُ بِا للّٰهِ رَبًّا وَّبِا لْاِ سْلَامِ دِ يْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا

উচ্চারণ- রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন্ নাবিবয়্যা (তিরমিযী)

অর্থ- আমি আল্লাহকে আমার প্রভু, ইসলামকে আমার ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আমার নবী মানতে রাজী আছি।

১০ হযরত মা'কাল- বিন ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলে- খোদা (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় তিনবার –

اَعُوْذُ بِا اللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

আউ–জু বিল্লাহিস্ সামীইল আ'লীমি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাযীম।

পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত (হুয়াল্লাহুল্লাজী লা – ইলা হা- ওয়া হুয়াল আ'জীজুল হাকীম।) পড়বে আল্লাহ পাক ৭০ হাজার ফিরিশ্তা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিবেন, যারা সারা দিনে বা রাতে তার জন্য মাগফেরাত কামনা করবে ও রহমত পাঠাবে এবং ঐ দিনে বা রাতে মরলে শহিদ হয়ে মরবে। (মিশকাত, তিরমিযী)

অর্থ – তফসীর দেখুন।

১১। হযরত আ'তা- ইবনে আবী রাবাহ্ (রাঃ) তাবেঈ বলেছেন, আমার কাছে এ হাদীস এসেছে যে,রাসুলে মকবুল (সাঃ) বলেন, প্রত্যেক সকালে যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন পড়বে তার সমস্ত হাজত পুরা করে দেওয়া হবে। (মিশকাত)

(২২ পারা) অর্থ – তফসীর দেখুন।)

নোট- প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তিন তিন বার সূরা " কুলহু আল্লাহু" " কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক্ব" ও সূরা "কুল আউজু বিরাব্বিন নাস' পড়বার উৎসাহ হাদীস শরীফে দেওয় হয়েছে। (হেসনে হাসীন)

রাতের দোআ সমুহ-

১২। হযরত আব্দুল্লাহ -বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ও য়াকেয়া (পারা ২৭) পড়বে, সে কখনও উপবাসে কষ্ট পাবে না (বয়হাকী)

১৩। হযরত উসমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরান -এর শেষ দশ আয়াত পড়বে, সে সারা রাত নফল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। (মিশকাত)

১৪। হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম (সাঃ) রাতে যতক্ষন পর্যন্ত না সুরা আলিফ- লামমিম সিজদাহ (২১ পারা) ও সূরা মূলক (২৯ পারা) পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না। (তিরমিযী)

১৫। এ সূরা মুলকের সম্বন্ধে তিনি (সাঃ) বলেছেন যে, এ সুরা কেয়ামতের দিন এর পাঠকের জন্য আল্লাহ্র দরবারে ততক্ষণ পর্যন্ত সুপারিশ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

১৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন- মসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলে খোদা (সাঃ) বলেছেন – যে ব্যক্তি 'সুরায়ে বাকারা'র শেষ দু'আয়াতে (আমানার রাসুল ... আল্লাল কাউমিল কাফেরীন) 'পর্যন্ত রাতে পড়বে, তার যাবতীয় বিপদ- আপদ হতে মুক্ত থাকার জন্য এদু'আয়াত যথেষ্ট। (বখারী ও মুসলিম)

১৭। শোয়ার সময় প্রথমে ওজু করে বিছানা তিন বার ঝেড়ে নিবে। পরে ডান কাত হয়ে ডান হাত ডান গালের নীচে দিয়ে উত্তর দিকে মাথা করে শোবে। এ দোআ তিন বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ক্বিনী আ' জাবাকা ইয়াওমা তাযমাউ ই'বাদাকা (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ– হে আল্লাহ্। সেদিনের আজাব হতে বাঁচাও, যে দিন আপনি স্বীয় বান্দদের একত্রিত করবেন।

১৮। অথবা এ দোআও পড়তে পারেন।

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

উচ্চারণ –বিসমিকা রাব্বি ওয়া দ্বা'তু যাম্বী ওয়া বিকা আরফাউহু ইন্ আম্সাকতা নাফসী ফারহামহা অ–ইন আর্ছাল্তাহা ফাহ্ ফাজ্বহা বিমা তাহ্ফাজু বিহী ই'বাদাকাছ, ছালেহীন। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ– হে আমার প্রতিপালক! আমি আপানার নামে আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম আপানার কুদরতে আবার তা উঠাব, আর এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু ঘটান, তবে আমার উপর রহম করুন, আর যদি জীবিত রাখেন তবে আমার নফসকে হেফাজত করুন, যে ভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।

১৯। অথবা এ দোআ পড়তে পারেন।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা বিস্মিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া।

অর্থ– হে আল্লাহ্! আমি আপনার নামে মরি ও বাঁচি।

২০। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন – যখন তুমি বিছানায় শোবে,তথন সূরায়ে ফাতিহাও সূরা কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়ে নিবে, তাহলে মৃত্যু ছাড়া সমস্ত কষ্ট কর জিনিস হতে নিরাপদ হয়ে যাবে।

(হিছ্নে হাছীন)

২১। একদা একজন সাহাবী হযরত নবী করিম (সাঃ) এর দরবারে আরজ করলেন– ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমাকে কিছু বাত্লিয়ে দিন–যা আমি শনয়কালে পড়বো তিনি (সাঃ) বললেন, কুল ইয়া আয়্যুহালকা –ফিরুন' পড়বে। (মিশকাত ও তিমিযী)

অন্য হাদীসে এসেছে যে, এ সুরা পড়ার পর কারও সাথে কথা বলবে না। ঃ

২২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন হযরত নবী আকরাম (সাঃ) প্রত্যেক রাতে (শোবার জন্য) বিছানায় বসে কুলহু আল্লাহ। কুল আউ'জু বিরাব্বিল ফালাক্ব, কুল আউ'জু বিরাব্বিন্ নাস, এ তিনটা সূরা পড়ে দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর মুছে ফেলতেন। এভাবে তিনবার করতেন এবং মুখন্ডল হতে মোছা আরম্ভ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩। তারপর রাতে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ্ ও ৩৪ বার আল্লাহু আক্বার এবং আয়াতুল কুর্সী পড়বেন, তা হলে এসব পাঠকারীর জন্য আল্লাহ্ পাক একজন ফিরিশতা নিয়োজিত করবেন এবং শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না। (মিশকাত ও বুখারী)

২৪। শোবার সময় বড় ইস্তিগ্ফার পড়ে শোবেন– বড় ইস্তিগ্ফার এই–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

উচ্চারণ– আস্‌তাগ্‌ ফিরুল্লা হাল্লাজী লা–ইলা–হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি। এটা পড়ার ফযীলত এইযে, এটা পড়ার পর পাঠকারীর সমস্ত গুনাহ্‌ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তার গুণাহ্‌ সমুদ্রের সমানও হয়।

২৫। রাতে শোবার আগে " বিসমিল্লাহ্‌" বলে দয়জা বন্ধ করবেন, ও খাবার ঢাকা দিবেন এবং শোবার সময় বাতি নিভিয়ে দিবেন। (মশকাত)

২৬। শোবার পর ঘুম না আসলে এ দোআ পড়াবেন–

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَاتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَىٌّ قَيُّوْمٌ لَّا تَاْ خُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِهْدِ لَيْلِىْ وَاَنِمْ عَيْنِىْ -

উচ্চারণঃ–আল্লাহুম্মা গারাতিন্‌ নুযুমু ওয়া হাদায়াতিল উ'য়ুনু ওয়া আন্‌তা হাইয়্যুন্‌ ক্বায়্যুমুল লা তা'খুজুকা সিনাতুওঁ ওয়ালা– নাওমুন ইয়া হাইয়্যুইয়া ক্বায়্যুমু আহদি লায়লী ওয়া আনিম আইনী ।(হিছনে হাছীন)

অর্থ–·হে আল্লাহ! নক্ষত্র দুরে চলে গিয়েছে, চোখগুলো আরাম লাভ করেছে, আর তুমি চিরজীরী ও চিরস্থায়ী, তোমাকে তন্দ্রা ও নিন্দ্রা স্পর্শ করে না, হে চিরজীবীও চিরস্থায়ী! এরাতে আমাকে আরাম দাও, আমার চোখে ঘুম দাও।

২৭। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চম্‌কিয়ে উঠলে পড়বেন)–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَمِنْ عِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

উচ্চারণঃ আউ'জু বিকালিমাতিল্লা হিত্তাম্মাতি মিন গাদ্বাবিহী ওয়া ই'ক্বাবিহী ওয়া শার্‌রে ই'বাদিহী ওয়া মিন হামাজাতিশ্‌ শাইয়াত্বী–নি ওয়া আইঁ ইয়্যাহ্‌ দুরুন। (হিছন)

অর্থ– আল্লাহ্‌র সমস্ত কালামের উসীলা দিয়ে আমি তার গজব, শাস্তি তাঁর বান্দাদের অনিষ্টকারিতা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং আমার কাছে তার হাজির হওয়া হতে আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি।

২৮। কোন ভাল স্বপ্ন দেখলে আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলবে এবং নেককার বুদ্ধিমান লোকের কাছে তা প্রকাশ করবে। আর মন্দ বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে নিজে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুবে অথবা উঠে ওযু করে নফল নামাজে মশগুল হবে, আর এ দোআটা তিন বার পড়বে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

উচ্চারণঃ– আউ'জু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাযীম ওয়া মিন শার্‌রি হা–জিহির রু'ইয়া

অর্থ –আমি আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্‌ চাই মরদুদ শয়তান হতে ও এ স্বপ্নের অপকারিতা হতে।

খারাপ স্বপ্ন সম্বন্ধে কারও সাথে আলোচনা করবে না। এসব আমল করলে ঐ স্বপ্ন থেকে তার কোন ক্ষতি হবে না। (মিশকাতও হিসনে হাসীন)

২৯। ঘুম থেকে জেগে পড়বেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ– আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাজী আহ্ইয়ানা বা'দামা– আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর । (বুখারীও মুসলিম)

অর্থ – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই যিনি আমাকে একবার মৃত্যু দানের (নিদ্রার) পর আবার জীবিত করেছেন এবং তার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

৩০। অথবা এ দোআ পড়বেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ– আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী ইউহ্য়িল মাওতা ওয়া হুয়া আ–লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। (হেস্নে হাসীন)

অর্থ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান।

৩১। তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠলে এদোআ পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ

حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ – اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ –

উচ্চারণঃ–আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্দু আন্তা কায়্যিমুস সামা– ওয়াতি ওয়াল আর্দ্বি ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হামদু আন্তা নূরুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মান ফীহিন্না ওয়া লাকাল হামদু আন্তা মালিকুস সামা–ওয়া –তি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মান ফী– হিন্না ওয়া লাকাল হামদু আন্তাল হাক্কু ওয়ালি ক্বা–উকা হাক্কুওঁ ওয়া ক্বালুকা হাত্তক্কুও ওয়াল যান্নাতু হাক্কুওঁ অন্নারোহাক্কুও ওয়ান্নাবীয়্যুনা হাক্কুওঁ ওয়া মহাম্মাদুন্ হাক্কুওঁ ওয়াস্ সাআ'তু হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আস্লাম্তু ওয়া বিকা আমান্তু ওয়া আ'লাইকা তাওয়াক্কা লতু ওয়া ইলাইকা আনাব্তু ওয়া বিকা খাছাম্তু ওয়া ইলাইকা হাকাম্তু ফাগ্ ফিরলী মা ক্বাদ্দাম্তু ওয়া মা– আখ্খারতু ওয়া মা আস্রারতু ওয়া মা– আ'লান্তু ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নি আন তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখ্খিরু লা–ইলা–হা ইল্লা– আন্তা ওয়া লা–ইলা–হা গাইরুক (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ–হে আল্লাহ্! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই। তুমিই আসমান জমীন ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই প্রতিষ্ঠাতা আলোকদাতাও বাদশহ। তুমি নিজে সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য

তোমার দীদার সত্য, তোমার কথা সত্য, বেহেশত দোজখ সত্য নবীগণ সত্য, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সত্য এবং কেয়ামত সত্য, হে আল্লাহ্! তোমার বন্দেগীর জন্য আমি আমার মাথানত করিও আমি তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, আর তোমার দিকে আকৃষ্ঠ হয়েহি, তোমার দেওয়া শক্তি বলে। (দুশমনের) বিরুদ্ধে লড়ছি, চূড়ান্ত ফয়সালা কারী তোমাকেই মানছি। অতএব তুমি আমার আগের পরের এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত গুনাহ্মাফ করে দাও। তুমি অগ্রসর কারী ও পিছনে হটানে ওয়ালা তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।

এর পর আছমানের দিকে মুখ ,তুলে সুরা আল- ইমরান এর শেষ রুকুর সম্পূর্ণ আয়াতগুলি ১বার পড়বেন তারপর ১০ বার আল্লাহু আক্‌বার ১০ বার আলহামুহু লিল্লাহ্ ১০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহ-াম্‌দিহী১০ বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস ১০ বার আস ত্যাগ ফিরুল্লাহ্ ও ১০ বার নীচের দোআটা পড়বেন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ-জু বিকা মিন-দ্বী-ক্বিদ্ দুনইয়া ওয়া দ্বীক্বে ইয়াওমিল ক্বিয়ামা। (মিশকাত ও আবুদাউদ)

অর্থ- হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দুনিয়ার ও কিয়ামতের দিনের বিপদ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

ইস্তেনজার দোআ সমুহ

প্রশ্রাব পায়খানার আদবগুলো হচ্ছে- উচু জায়গায় করবেন, পূর্ব ও পশ্চিম মুখী অর্থ্যাৎ কেবলাকে সামনে বা পিঠ করে বসবেন না,

গাছতলায় বা বসবার জায়গায় করবেন না গর্তে বা বাতাস সামনে রেখে করবেন না, শুধু শরমাগাহ্ (লজ্জা স্থান) খুলবেন্ হাঁটু ও রান খুলবেন না, কুলুখ নিবেনও পরে পানি নিয়ে ধুইবেন।

৩২। যখন প্রস্রাব - পায়খানায় ঢুক্‌বেন প্রথমে বাম পা আগে দিবেন ও বিসমিল্লাহ্ পড়বেন। হাদীস শরীফে আছে শয়তানের চোখ ও মানুষের শরমগাহের (লজ্জাস্থানের) মঝখানে বিসমিল্লাহ্ আড়াল হয়ে যায়। এবং এ দোআ পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়েছে।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট পুরুষ বা স্ত্রী জিনদের অত্যাচার হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

৩৩। পায়খানা থেকে বের হবার সময় ' গুফ্‌রানাকা' বলবেন এবং পড়বেন।-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

উচ্চারণঃ- আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহাবা আ'ন্নিল আজা ওয়া অ'ফানী। (মিশকাত)

অর্থ-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি কষ্টদায়ক বস্তসমুহ আমার কাছে থেকে দুরে করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়েছেন।

ওজুর আদব ও দোআ সমুহ

অজুর আদব- উঁচু জায়গায় বসা, কেবলামুখী বসা, দোআর সাথে ওজু করা, ডান দিক থেকে শুরু করা তিন বার করে ধোয়া, তরতীব

মত ধোয়া, মেসওয়াক করা, সমস্ত সুন্নত তরিকাকে আদায় করা, দুনিয়াবী কথা না বলা, পেসাব পায়খানা থেকে মুক্ত হয়ে ওজু করা, ওজুর বাকি পানি দাঁড়িয়ে পান করা, নিজ হাতে ওজু করা, ওজুর শেষে তাহিয়্যাতুল ওজুর দু'রাকাত নামাজ পড়া অল্প পানিতে ওজু করা।

৩৪। ওজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহি্র রাহ্মানির রাহীম' বলবেন কারণ হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ ' না পড়ে ওজু করলো তার ওজু (পরিপুর্ণ) হলো না।– (মিশকাত)।

অজু আরম্ভে এ দোআ পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ – وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ الْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ الْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّ الْكُفْرُ ظُلْمَةٌ" –

উচ্চারণঃ–বিসমিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'যীমি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দীনিল ইসলামি আল ইসলামু হাক্কুওঁ অলকুফরু বাত্বিলুন, আল–ইসলামু নুরুওঁ ওয়াল কুফরু জুলমাতুন।

অর্থ –সর্ব্বমহান আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে দ্বীন ইসলামের উপর রেখেছেন। ইসল–াম সত্য ও কুফ্রী মিথ্যা, ইসলাম আলোক স্বরূপ ও কুফরী অন্ধকার তুল্য।

৩৫। অজু করার সময় মাঝে মাঝে পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ –

উচ্চারণঃ–আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী জানবী ওয়া ওয়াস্ ছে'লী ফী দারী ওয়া বারিকলী ফী রিজ্ক্বী। (হেসনে হাসীন, নাসায়ী)

অর্থ– হে আল্লাহ্! আমার গুণাহ্ মাফ কর। আমার ঘরে প্রাচুর্য দান কর এবং আমার রিজিকে বরকত দাও।

৩৬। অজুর সময় অঙ্গগুলো ধুইবার কালে ডান দিক হতে আরম্ভ করবেন। হাতের কব্জী ধোয়ার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ –

উচ্চারণঃ–আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকাল ইউম্না ওয়াল বারকাতা ওয়া আউ'জুবিকা মিনাশ্ শুমে ওয়াল হালাকাতে।

অর্থ – হে আল্লাহ্! আমি তোমা হতে (হাতের) মঙ্গলও বরকত চাই এবং অমঙ্গল (ধ্বংস) হতে আশ্রয় চাই।

৩৭। কুল্লি করার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ –

উচ্চারণঃ–আল্লাহুম্মআ আই'ন্নী আ'লা–তিলাওয়াতিল কুরআনে ওয়া জিক্ রিকা ওয়া শোক্রিকা ওয়া হুস্নে ই'বাদাতিক।

অর্থ– হে আল্লাহ্! আমায় সাহায্য কর যাতে আমি পছন্দমত কোরআন তেলাওয়াত করতে তোমার জিকির করতে ও শোকর (কৃতজ্ঞতা) করতে পারি

৩৮। নাকে পানি দেওয়ার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ

وَلَا تَرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ -

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আরিহনী রায়েহাতাল যান্নাতে ওয়া আনৃতা আ'ন্নী রাদ্বিন্ ওয়া লা তুরেহ্নী রায়েহাতান্নার।

অর্থ - হে আল্লাহ্! তুমি রাজী (সন্তষ্ট) থেকে আমাকে জান্নাতের সুগন্ধি দান কর। এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও শাস্তিময় গন্ধ আমার ভাগ্যে দিও না।

৩৯। মুখমন্ডল ধোয়ার সময় পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা বায়্যিদ্ব ওয়ায্হী ইয়াওমা তাব্ইয়াদ্বদ্বু উযুহুওঁ ওয়া তাস্ ওয়াদ্দু উযুহ্।

অর্থ - হে আল্লাহ্! যে দিন (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল এবং (কতকের) চেহারা দুঃখ মলিন হবে, সেদিন আমার চেহারাকে উজ্জ্বল করো।

৪০। ডান হাতের বাজু ধোয়ার সময় পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী কিতাবী বিইয়ামীনী ওয়া হাসিব্নী হিসাবাঁই ইয়াসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ্! আমার আমল নামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব নিকাশ সহজ করিও।

৪১। বাম হাতের বাজু ধোয়ার সময় পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ -

উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা লা তু'ত্বিনী কিতাবী বেশেমালী ওয়ালা মিও ওয়ারায়ি জ্বাহ্রী।

অর্থ- হে আল্লাহ্ ? আমার আমাল নামা আমার বাম হাতে ও পিছণ দিক হতে দিও না।

৪২। মাথা মছেহ করবার সময় পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আজ্বিল্লানী তাহ্তা জ্বিল্লে আ'রশিকা ইয়াওমা লা জ্বিল্লা ইল্লা জিল্লু আরশেকা।

অর্থ - হে আল্লাহ্ ! যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া হবে না, সে দিন আরশের ছায়াতলে আমাকে স্থান দিও।

৪৩। ঘাড় মছেহ করবার সময় পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আ'তেক্ব রাক্বাবাতী মিনান্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমার ঘাড়কে দোজখের আগুন হতে রক্ষা করিও।

৪৪। কান মছেহ করবার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাল্লাযীনা ইয়াস তামিউ'নাল কাওলা ফাইয়াত্তাবিউ'না আহ্সানাহ্।

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তোমার কথা শুনে যারা তা মেনে চলে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

৪৫। ডান পা ধোয়ার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ছাব্বিত ক্বাদামায়্যা আ'লাছ্ ছিরাতি ইয়াও মা তাযিল্লুল আক্ব,দাম।

অর্থ– হে আল্লাহ্। যে দিন অনেকেই পুলছিরাত হতে পিছলিয়ে পড়ে যাবে, সেদিন আমার পা দু'খানা জমিয়ে দিও।

৪৬। বাম পা ধোয়ার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মায আ'ল জাম্বী মাগ্ফুরাওঁ ওয়া সা'য়ী মাশ্কুরাওঁ ওয়া তিজারাতী লান্ তাবুর।

অর্থ – হে আল্লাহ্! আমার গুণাহ মাফ কর। আমার চেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত কর আর আমার (আখেরাতের) ব্যবসাকে লাভবান কর।

৪৭ মিসওয়াক করার সময় পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِىْ هٰذَامَحِيْصًا لِّذُنُوْبِىْ وَمَرْضَاةً لَّكَ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِىْ كَمَا بَيَّضْتَ اَسْنَانِىْ

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মাজ আ'ল সিওয়াকী হা–যা মাহীছাল লিজুনুবী ওয়া মারৃদ্বাতাল লাকা ওয়া বায়্যিদ্ব বিহী–অজ্হী কামা বাইয়্যাদ্বতা আস্নানী।

অর্থ –হে আল্লাহ্ ! এই মিস্ওয়াক করাকে আমার পাপ–মোচনকারী এবং তোমার সন্তুষ্টির উসিলা কর, আর আমার দাঁত–গুলোকে যেমন তুমি সুন্দর করেছে, তেমনি আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল কর।

৪৮। ওজু শেষ হলে আসমানের দিকে মুখ তুলে পড়বেন।–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ –

উচ্চারণ– আশহাদু আল্লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আ'ব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ – আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক এবং শরীক বিহীন, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসুল (প্রেরিত পুরুষ)।

যে ব্যক্তি অজুর শেষে এ দোআ পড়লো তার জন্য জান্নাতের আটটা দরওয়াজাই খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরওয়াজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে। – মিশকাত)

৪৯। তারপর এ দোআ পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ্ আ'লনী মিনাল মুতাতাহ্ হিরীন্। (হিছনে– হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমাকে তওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত কর।

৫০। আর এ দোআও পড়বেন।–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ –

উচ্চারণ– সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা আশহাদু আল লা–ইলা–হা ইল্লা– আন্তা আস্তাগ্ ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। (হেছন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্র, তোমার প্রশংসা আমি বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র উপাসনার যোগ্য তুমি আর তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি ও তোমার সামনে তওবা করছি।

আজান ও ইকামত সম্পর্কীয় দোআ সমূহ

৫১। আজান শুনে এ দোআ পড়বেন।–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ

رَسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا –

উচ্চারণ– আশ্হাদু আল্ লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ রাসূলাওঁ ওয়া বিল ইস্লামে দীনা।

অর্থ– এ দোআর প্রথমাংশের অর্থ ৪৭ নং দোআ ও শেষাংশের অর্থ ৮ নং দোআর অর্থ দেখুন।

হাদীস শরীফে আছে,– আজান–ধ্বনি শুনে যে ব্যক্তি এই দোআ পড়ে তার গুণাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়। (মুসলিম)

হাদীস শরীফে আছে– মুয়াজ্ জিনের আজান ধ্বনি শুনে যে ব্যক্তি উহার জওয়াব দেয়, তার জান্নাত লাভ হওয়া অবধারিত ((হেছনে হাছীন)

মুয়াজ্জিন আজানের মধ্যে যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করবেন , শ্রোতারা তাই বলবেন; কেবল " হাইয়া আ'লাছ্ ছালা–হ্" ও "হাইয়া আ'লাল ফালাহ্," শুনে তার জওয়াবে " লা–হাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলবেন। ফজরের নামাজের আজানে মুয়াজ্নি যখন " আছ ছালাতু খায়রুম্ মিনান্নাউম " বলবেন, তদুওরে বলবেন– " ছাদাক্তা ওয়া বাাররতা। (মিশকাত)

৫২। আজন শেষ হবার পর দুরুদ শরীফ পড়ে এ দোআ পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ –

উচ্চারণ– আল্লাহুমাম রাব্বা হা–জিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা ম্মাতে

ওয়াছ ছালা-তিল ক্বা-য়িমাতে আ- তে মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াব্‌আ'ছহু মাক্বামাম্ মাহ্‌মুদা নিল্লাজী ওয়া ত্তাহু ইন্নাকালা তুখ্‌লিফুল মীআ'দ (মিশকাত)।

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! তুমি লোকদের ডাকবার ও নামাজ সমাপন করবার প্রভু। তুমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে " অসীলা" (জান্নাতের একটা মর্যাদার স্তর) ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং মাকামে মাহ্‌মুদে পৌছাও। নিশ্চয়ই তুমি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

এটা পড়ার দরুন হ ুজুর (সাঃ)-এর শাফাআ'ত ওয়াজিব হয়ে যাবে।- (মিশকাত)

৫৩। নামাজের একামত বলা সময়েও আজানের অনুরূপ মূছুল্লীরা জওয়াব দিবেন; কেবল " ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ্ " শুনে তার জওয়াবে " আক্বা'মাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা" (অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ নামাজকে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন) বলবেন।- (মিশকাত)

নোটঃ- আজানের দোআর " ওয়া আ'ত্তাহু" পর্যন্ত বোখারীও অন্যান্য হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে এবং তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত। বায়হাকী শরীফে(সুনানে কাবীর) বর্ণিত আছে।- (হেছনে হাছীন)

মসজিদের আদব ও দোআসমুহ

মসজিদের আদব সমুহ - ঢুকবার সময় ডান পা আগে দিবেন, বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিবেন। মসজিদে দুনিয়াবী কথা বার্তা বলবেন না, দ্বীনের তালিম বা জিকির করবেন, মসজিদে হাসবেন না, হারানো জিনিস শব্দ করে খুজবেন না, বিছানা- পত্র এক পাশে ভাজ করে রাখবেন, জুতা ঝেড়ে নীচের তলা মিলিয়ে রাখবেন, বসবার আগে দু'রাকায়াত নফল নামাজ পড়বেন; মসজিদ ৩টা কাজের জন্য বানানো হয়েছে, ১ম দ্বীনের পরামর্শ, ২য় দ্বীনের তালিম ও ৩য় ফরজ নামাজ পড়া। এজন্যই নফল নাজাম ঘরে পড়া ভাল। বসা অবস্থায় কলেমা তামজীদ পড়বেন। থুথু কফ ইত্যাদি মসজিদে ফেলবেন না, বেচা কেনা করবেন না, মসজিদ ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার রাখবেন, নিজের মোটা

চাদর বিছিয়ে ই'তেকাফের নিয়্যতে শুবেন।

৫৪। মসজিদে ঢুকবার সময় বিসমিল্লাহ্ ও দরুদ শরীফ পড়ে এদোআ পড়বেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ-রাব্বিগ্ ফির্‌লী জুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিক। (মিশকাত ও তিরমিযী)

অর্থ- হে আমার প্রভু ! আমার সমস্ত গুণাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রহ্‌মতের দরওয়াজা খুলে দাও।

৫৫। অথবা এদোআ পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লী-আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলে দাও। (মিশকাত, মুসলিম, তিরমিযী)

৫৬। মসজিদে থাকাকালে অবসর সময়ে পড়বেন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার। (মিশকাত)

অর্থ- আল্লাহ্ অতি পবিত্র,যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্ত তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫৭। সমজিদ থেকে বের হবার সময় দরুদ শরীফ পড়ে এদোআ পড়বেন।-

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ -

অর্থ– হে আমার প্রভূ ! আমার গুণাহ্ মাফ কর এবং আমার জন্য রিজিকের, দরওয়াজা খুলে দাও ।

উচ্চারণ– রাব্বিগ্ ফিরূলী জুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্ ওয়াবা ফাদ্বলিকা। (মিশকাত)

৫৮। অথবা এদোআ পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নী –আস্‌য়ালুকা মিন ফাদ্বলিকা। তিরমিযী)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে আপনার ফজল চাচ্ছি।

নামাজ সম্পর্কীয় দোআ সমুহ

৫৯। ফজরের নামাজের জন্য বের হলে এদোআ পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ
سَمْعِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّ
اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَّفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَّ
فِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَّفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا
وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ
لِّىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا
وَّمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّمِنْ
تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাজ্ আ'ল্ ফী ক্বাল্‌বী নুরাওঁ ওয়া ফী বাছারী নুরাওঁ ওয়া ফী ছাময়ী' নুরাওঁ ওয়া আ'ই ইয়ামীনী নুরাওঁ ওয়া আ'ন শিমালী নুরাওঁ ওয়াজ্ আ'ললী নুরাওঁ ওয়া ফী আ'ছাবী নুরাওঁ ওয়া ফী লাহ্‌মী নুরাওঁ ওয়া ফী দামী নুরাওঁ ওয়া ফী শা'রী নুরাওঁ ওয়া ফী বাশারী নুরাওঁ ওয়া ফী লিছানী নুরাওঁ ওয়াজ্ আ'ল্ ফী নাফ্ ছী নুরাওঁ ওয়া আ'যেম্‌লী নুরাওঁ ওয়াজ্ আ'ল্‌নী নুরাওঁ ওয়াযজ্ আ'ল্ মিন্ খাল্‌ফী নুরাওঁ ওয়া মিন্ আমামী নুর'ওঁ ওয়াজ্ আ'ল মিন্ ফাওক্বী নুরাওঁ ওয়া মিন্ তাহ্‌তী নুরা। আল্লাহুম্মা আ'ত্বেনী নুরা। (হেছনে হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ ! তুমি আমার অন্তরে নুর দাও। আমার চোখ ওকানে নুর দাও, আমার ডান ও বাম পায়ে নুর দাও এবং আমার জন্য নুর নির্ধারিত করে দাও। আমার পিঠে, মাংসে ও রক্তে নুর দাও আমার চুলে ও চামড়ায় নুর নাও, আমার জিহ্বায় ও নফসে নুর দাও, আমার নুর বাড়িয়ে দাও, আমাকে নুরময় করে দাও, আমার আগে পিছে, উপরে নীচে নুর দাও। হে আল্লাহ্ আমাকে নুর দান কর।

৬০। নামাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বেন।

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

উচ্চারণ– ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু অজ্ হিয়া লিল্লাজি ফাত্বারাছ ছামা ওয়া– তে ওয়াল আর্‌দ্বা হানীফাওঁ অমা আনা মিনাল মুশ রিকীন।

অর্থ – নিশ্চয়ই আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান জমিন সৃজন করেছেন। আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৬১। তাকৃবীরে তাহ্‌রীমার পর পড়বেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَا

لِى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

উচ্চারণ- ছোব্ হানাকা আল্লাহুম্মা অ-বিহাম্‌দিকা অ-তাবারাকা ছমুকা অ- তাআ'লাজাদ্দুকা অ লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্রময় এবং প্রশংসার যোগ্য, তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়। তুমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।

৬২। রুকুতে গিয়ে পড়বেন-

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ- ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'জ্বীম।

অর্থ - অতি পবিত্র আমার মহান প্রভু।

৬৩। রুকু হতে দাড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার আগে মুক্তাদীরা "রাব্বানা লাকাল হামদ " (অর্থ্যাৎ হে আমার প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমারই) পড়বেন।-

৬৪। সিজ্‌দা অবস্থায় পড়বেন। -

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى -

উচ্চারণ- ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা-।

অর্থ - অতি পবিত্র আমার সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রভু।

৬৫। দু'সিজদার মধ্য খানে বসা অবস্থায় পড়িবেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ-হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা কর।

৬৬। দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকায়াতের পর বসে পড়বেন-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ- আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ ছালাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বায়্যিবাতু আস্‌-সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ই'বাদিল্লাহিছ্ ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থ -সমুদয় মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উপাসনা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি তাঁর মহা শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা প্রেরিত পুরুষ।

৬৭। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে দরুদ পড়িবেন।-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَا

رَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰي اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ অ- আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ-লা-ইব্‌রাহীমা অ- আ'লা আ'-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ অ- আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন্‌ কামা বা-রাকতা আ'লা ইব্‌রাহীমা অ- আ'লা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ- হে আল্লাহ্‌ ! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধর গণের প্রতি অনুগ্রহও মহাশান্তি বর্ষিত কর, যেরূপ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধর গণের প্রতি অনুগ্রহ করেছ নিশ্চয় তুমি রীফ ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্‌ ! মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর বংশধর গণের প্রতি বরকত দান কর, যেরূপ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তার বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করেছ! নিশ্চয় তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী।

৬৮। এর পরে দোআয়ে মাছুরা পড়িবেন।-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَا غْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা ইন্নী জ্বালামতু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাছীরাও অ লা ইয়াগ্‌ ফিরুজ্‌ জুনুবা ইল্লা আন্‌ তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ ফিরাতাম মিন ই'ন্‌দিকা ওয়ার হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফুরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ্‌ ! আমি নিজের উপর (পাপের দরুণ) জুলুম করছি, এ গুণাহ্‌ তুমি ছাড়া অন্য কেউ মাফ করবে না, আমাকে

তোমার নিজ গুণে মাফ করে দাও এবং আমার উপর রহমত কর, তুমিই এক মাত্র ক্ষমাকারী ও দয়াবান।

৬৯। নামাজের সালাম ফিরিয়ে তিনবার " আস্তাগ্‌ ফিরুল্লাহ্‌" বলার পর পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালামু অ- মিনকাস্‌ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্‌ জালালি অল্‌ ইক্‌রাম। (মুসলিম)

অর্থ- হে আল্লাহ্‌! তুমিই শান্তির আধার, শান্তি বর্ষিত হয় তোমার কাছ থেকেই। অতি বরকতময় তুমি, হে মহিয়ান ও গারীয়ান প্রভু।

৭০। অথবা এ দোআ পড়িবেন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ- লা -ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্‌ দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ- লাহুল্‌ হাম্‌দু অ- হুয়া আ'লা-কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বাদীর। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ- আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নাই। সৃষ্টি সাম্রাজ্য তারই, সমস্ত প্রশংসা তারই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পড়িবে তার সম্বন্ধে হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে তার জান্নাতে প্রবেশ কেবল মৃত্যুই বাধা থাকবে। (বায়হাকী শরীফ)

হযরত নবী করিম (সাঃ) তাঁর একজন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত ওকুবা –বিন আ'মের (রাঃ) কে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর কুল ইয়া –আইয়্যুহাল কা– ফিরুন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউ'জু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউ'জু বিরাব্বিন্নাস –এই চারটা সুরা পড়ার নির্দেশ দিয়াছেন। (মিশকাত)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হয়াছিল, "ইয়া রাসুলুল্লাহ্ ! কোন দোআ তাড়াতাড়ী কবুল হয় "? উত্তরে তিনি বললেন, "যে দোআ রাতের শেষাংশে (অর্থ্যাৎ তাহাজ্জুদের সময়) এবং প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর করা হয়। " (তিরমিযী)

৭১। হিছ্নে –হাছীন কিতাবে আছে– ফরজ নামাজের সালাম ফিরিয়ে ডান হাতে কপাল মুছ্তে নিন্মোক্ত দোআ পড়লে আল্লাহ্র অনুগ্রহে যাবতীয় দুঃখ চিন্তা হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ -

উচ্চারণ–বিস্‌মিল্লাহিল্লাজী লা–ইলা–হা ইল্লা হুয়ার্ রাহ্‌মানুর্ রাহীম। আল্লাহুম্মা আজ্‌হিব আ'ন্নীল হাম্মা ওয়াল হুজনা ।

অর্থ– আল্লাহ্র নামের সাথে আমি নামাজ খতম করলাম – তিনিঅতি দয়ালু ও মেহেরবান। হে আল্লাহ্ ! আমার দুঃখ চিন্তা দুর করে দাও।

৭২। বুখারী শরীফে বর্ণিতএ দোআ ও নামাজের পর পড়বার কথা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। –

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ

الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা ইন্নী– আউ'জুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়া আউ'জুবিকা মিনাল বুখ্‌লি ওয়া আউ'জুবিকা মিন আর্‌জালিল উ'মুরি ওয়া আউ'জুবিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্দুনইয়া ওয়া আ'যাবিল কাব্‌রে। (বুখারী)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি কাপুরুষতা, কৃপনতা, অকর্মণ্য জীবন, দুনিয়ার ফিৎনা এবং কররের আজাব হতে।

৭৩। অথবা এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ
وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسْرَفْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ
اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লী মা–ক্বাদ্দাম্‌তু অ– মা– আখ্‌খারতু অ– মা– আ'লান্‌তু অ–মা আস্‌– রাফ্‌তু অ– মা–আন্‌তা আ'লামু বিহী– মিন্নী আন্‌তাল মুক্বাদ্দিমু অ– আন্‌তাল মুয়াখ খিরু লা–ইলা–হা ইল্লা অন্‌তা। (আবু দাউদ)

অর্থ– হে আল্লহ্ ! আমার আগের পরের গুণাহ্ প্রকাশ্যও গোপনীয় গুণাহ্ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কৃত গুণাহ, জ্ঞাতও অজ্ঞাত গুণাহ,– সমস্ত মাফ করে দাও। সামনে বাড়িয়ে এবং পিছনে হটিয়ে দেওয়া তোমার কাজ, তুমি ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই।

৭৪। অথবা এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা লা মানিআ' লিমা- আ'ত্বাইতা অল মু' ত্বিইয়া লিমা মানা'তা অ লা-ইয়ানফাউ যাল্‌যাদ্দে মিনকাল যাদ্দু। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! তুমি কিছু দান করলে তাতে বাধা দিবার সাধ্য করো নেই, আর দিতে না চাইলে তা দিবার শক্তি ও কারও নেই। কোন ধনশালীর ধন-সম্পদ তাকে তোমার আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না।

৭৫। বিত্‌রের নামাজে দোআ'য়ে কুনুতে পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ مَنْ يَّفْجُرُكَ -

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতাঈনুকা অনাস্‌তাগ্‌ফিরুকা অ নু'মিনু বিকা অ- নাতা ওয়াক্কালু আ'লাইকা অ- নুছনী আ'লাইকাল খাইরা অ- নাশ্‌কুরুকা অ- লা নাক্‌ফুরুকা অ নাখলাউ' অ- নাত্‌রুকু মাইয়্যাফ্‌ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু অ- লাকা নুসাল্লী অ- নাসযুদু অ- ইলায়কা নাসআ' অ- নাহ্‌ ফিদু অ- নারজু রাহ্‌মাতাকা অ- নাখ্‌শা আ'জাবাকা ইন্না আ'জাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুল্‌হিক্ব।

অর্থ - হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার উপর ঈমান আনছি ও ভরসা করছি এবং তোমার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি; তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও তোমার কুফরীকে বর্জন করছি , আমরা তোমার অবাধ্য বান্দাদের প্রতি অসন্তষ্ট এবং তাদের থেকে দূরে আছি। হে আল্লাহ্ ! আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমার ইবাদতের জন্য সচেষ্ট আমি। আমরা তোমারই দিকে অগ্রসর হই ও তোমারই করুণার প্রতিক্ষা করছি। আমরা তোমার আজাবকে ভয় করছি, কেন না অবশ-্যই তোমার আজাব কাফেরদের উপরই পতিত হবে।

দোয়া কুনূত জানা না থাকলে তিন বার পড়বেন আল্লাহুম্মাগফিরলী, আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী আল্লাম্মাগ্‌ফিরলী।

৭৬। বিত্‌র নামাজের পর তিন বার এই দো'আ পড়বেন-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ -

উচ্চারণ- " ছোবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ "

তৃতীয় বার পড়বার সময় জোরে বলবেন । (হেছনে- হাছীন)।

৭৭। আবার এই দোআও পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ

أَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী -আউ'জু বিকা মিন ছাখাত্বিকা ওয়া বিমুআ'ফাতিকা মিন উ'কুবাতিকা ওয়া আউ'জুবিকা মিন্‌কা লা-উহ্‌ছী ছানা-আন্ আ'লাইকা আন্‌তা কামা আছ নাইতা আ'লা নাফছিকা। (হেছনে -হাছীন)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! তোমার সন্তুটি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে তোমার শান্তি হতে পানাহ চাই। তোমারই দেওয়া মছিবত হতে তোমারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাই । তুমি নিজের যে ভাবে যে ভাবে প্রশংসা করেছ, তোমার সে রূপ প্রশংসা করার সাধ্য আমার নাই।

৭৮। চাশতে নামাজের পর পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা বিকা উহাবিলু অ বিকা উছাবিলু অ বিকা উক্বাতিলু। " (হেছনে - হাছনী)

অর্থ - হে আল্লাহ্ ! তোমারই কাছে মকসুদের কামিয়াবী চাই, তোমার সাহায্য নিয়ে শত্রুর উপর আক্রমন করি এবং তোমারই সাহায্যে জেহাদ করি।

৭৯। ফজর ও মাগরেবের নামাজ বাদ পড়বার দোআ-

হযরত মুসলিম তাইমিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তি ফরজ ও মাগরেবের নামাজ বাদ কারও সঙ্গে কথা বলার আগে সাত বার নীচের দোআটা পড়ে এবং সেই দিন বা রাতে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে সে দোজখ থেকে হেফাজতে থাকবে। (মিশকাত আবুদাউদ)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ -

উচ্চারণ- " আল্লাহুম্মা আজেরনী মিনান্নার।"

অর্থ- হে আল্লাহ ! আমাকে দোজখের আগুণ থেকে রক্ষা কর।

খাওয়ার আদব ও দোআ সমূহ

খাওয়ার আদবগুলি - খোদার হুকুম মনে করে খানা খাবেন হালাল রুজী খাবেন। ছবর ও শোকরের সাথে খাবেন। জিকির ও ধ্যানের সঙ্গে, টুপি মাথায়, আলোতে খাবেন। তিন পদ্ধতিতে বসে খাবেন- (১) নামাজের ছুরতে (২) দু'হাঁটু উঠিয়ে (৩) এক হাঁটু উঠিয়ে। উভয় হাত কজা পর্যন্ত ধুয়ে খাবেন। খানা দস্তর খানায় রেখে খাবেন খানা ঢেকে আনবেন ও ঢেকে রাখবেন।

পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাবেন একভাগ পানি ও একভাগ জিকিরের জন্য রাখবেন। নিজের দিকের কিনারা হতে খাবেন, নিজের সামনের দিক থেকে খাবেন। কয়েকজন এক সাথে খাবেন। কম খাবেন, কিন্তু সাথীর উপর বেশী খাওয়ার দাবী রাখবেন না। ডান হাতে খাবেন। হাত, আঙ্গুল, বর্তন খুব চেটে খাবেন। খানার কোন দোষ ধরবেন না। খানার দিকে চেয়ে খাবেন। অন্যের খানার দিকে লক্ষ্য করবেন না তিন শ্বাসে পানি পান করবেন, পানিতে ফূঁক দিবেন না, বসে পান করবেন, নিমক্ জাতীয় জিনিস দিয়ে খানা আরম্ভ করবেন ও এর দ্বারাই খানা শেষ করবেন। খাওয়ার সময় ছালাম ও কথাবার্তা বন্ধ রাখবেন। জামাতের সাথে খেলে আমীরের হুকুম মত খানা শুরু করবেন ও উঠবেন। কোন বস্তুর জন্য চেচামেচি করবেন না।

৮০। খানা সামনে আস্‌লে পড়বেন।-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা রারিক লানা ফীমা রাজাক্বতানা অ ক্বিনা আ'জাবান্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের রুজিতে বরকত দাও ও দোজখের শাস্তি হতে বাঁচাও।

৮১। খাওয়া আরম্ভ করবার সময় পড়বেন-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ -

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহে অ আ'লা-বারাকাতিল্লাহে।

অর্থ-আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি।

৮২। খাওয়ার শুরুতে " বিসমিল্লাহ্ " বলতে ভুলে গেলে, খাওয়া চলাকালে যখনই মনে পড়বে, তখন এই দোআ পড়বেন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

উচ্চারণ-বিসমিল্লা- হে আউয়ালাহু অ- আ- খেরাহু।" (তিরমিজী-

অর্থ- আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম লইলাম।

৮৩। খাওয়া শেষ হলে এই দোআ পড়বেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ- আলহামদু লিল্লা- হিল্লাজী আত্ব আ'মানা অ- ছাক্বানা অ- জাআ'লানা মিনাল মুসলিমীন। (ইব্‌নুসসান্নী)

অর্থ-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন পান করালেন ও মুসলমান করেছেন।

৮৪। অথবা এই দোআ পড়বেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَرْوَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ -

উচ্চারণ-আলহামদু লিল্লা- হিল্লাজী হুয়া আশ্‌বাআ না অ- আর ও য়ানা অ- আন্ আ'মা আ'লাইনা ওয়া আফদ্বালা

(হিছনে হাছীন)

অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই যিনি আমাদেরকে পেটভরে খাওয়ালেন, আর আমাদের প্রতি নেয়ামত দান করেছেন এবং তা প্রচুর পরিমাণ দান করেছেন।

হিছনে- হাছীন' কিতাবে " হাকিম" এর উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, খাওয়ার শুরুতে বিমমিল্লাহে অ-আ'লা বারাকাতিল্লাহ্ বলে খাওয়ার শেষে এই দোআ পড়লে সেই খাওয়া সম্পর্কে কেয়ামতের দিন কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৮৫। অথবা এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহে অ-আত্বয়িমনা খাইরাম মিন্‌হু। (তিরমিজী)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! এই খাদ্যে তুমি আমাদের জন্য বরকত দান কর আর আমাদেরকে এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাবার খাওয়াও।

৮৬। অথবা এই দোআ পড়বেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ

مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ –

উচ্চারণ- আলহামদু লিল্লা হিল্লাজী আত্বআ'মানী হা-জাত্ব ত্বোআ-মা অ- রাজাক্বানী হে মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী অ- লা কুয়্যাহ্।

খাওয়ার শেষে এই দোআ পড়লে তার আগের সমস্ত গুণাহ্ (ছগীরা) মাফ করে দেওয়া হয়। (মিশকাত)

৮৭। খাওয়ার পর দস্তর খানা উঠাবার সময় পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنِيًّا عَنْهُ رَبَّنَا –

উচ্চারণ- আলহামদু লিল্লা- হে হাম্দান কাছীরান ত্বায়্যিবাম মুবারাকান ফীহে গাইরা মাক্ফিইয়িও অ লা মুওয়াদ্দা য়ি'ওঁ অ-লা মুস্তাগ্ নিইয়ান্ আনহু রাব্বানা (বুখারী)

অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য -এমন প্রশংসা ,যা অশেষ, পবিত্র ও বরকত ময়। হে আমার প্রভু! এই খাবারকে অপ্রচুর মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা বিমুখ হয়ে উঠলাম না ।

৮৮। দুধ চা, কফি, মাঠা, দই ইত্যাদি খাওয়ার সময় পড়বেন।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ –

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহে অ- জিদ্না মিনহু।

(তিরমিজী)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমার জন্য এতে বরকত দাও আর আমাকে ইহা বেশী করে দাও।

৮৯। কারও বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর পড়বেন

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আত্বয়ে'ম মান আত্ব আ'মানী ওয়াস্ক্বে মান সাক্বানী । (মুসলিম)

অর্থ- হে আল্লাহ্! যে আমাকে খাওয়ালো, তুমি তাকে খাওয়াও যে আমাকে পান করালো, তুমি তাকে পান করাও।

৯০। হাত ধুয়ে এই দোআ পড়বেন -

اَللّٰهُمَّ اَشْبَعْتَ وَاَرْوَيْتَ فَهَنِّئْنَا وَرَزَقْتَنَا فَاَكْثَرْتَ وَاَطَبْتَ فَزِدْنَا –

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আশবা'তা অ-আরওয়াইতা ফাহান্নে'না অ- রাজাকৃতানা ফাআক্ছারতা অ- আত্বাবৃতা ফাজিদ্না অ- রাজাকৃতানা ফাআক্ছারতা অ- আত্বাবৃতা ফাজিদ্না।

(হিছনে হাছীন)

অর্থ -হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার উদর পুরণ করলে পিপাসায় শান্তি দিলে, সুতরাং এগুলি আমার শরীরে লাগিয়ে দাও। তুমি আমায় রুজি দান করেছ, অনেক দান করেছ, উত্তম দান করেছ। সুতরাং হে আল্লাহ্ ! তুমি আমায় আরো বেশী দান কর।

৯১। মেজবানের ঘর থেকে বিদায় হওয়ার সময় মেহ্মান এই দোআ পড়বেন -

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা বারিক্ লাহুম ফীমা রাজাক্ব তাহুম ওয়াগ্

ফির্‌লাহুম ওয়ার্‌ হাম হুম। (মিশকাত , মুসলিম)

অর্থ– হে আল্লাহ্‌! তুমি তাদের রুজি দান কর, উহাতে বরকত দাও এবং তাদের উপর রহম কর।

৯২। অসুস্থ অবস্থায় খেলে এই দোআ পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللّٰهِ –

উচ্চারণ–বিসমিল্লাহে ছিকাতাম বিল্লাহে অ–তাওয়াক্কুলান্‌ আ'লা ল্লাহে।

অর্থ– আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে শুরু করল – ম।

৯৩। নতুন ফল খাওয়ার সময় বাচ্চাকে আগে দিবেন ও পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা বারিক, লানা ফী ছামারেনা অ– বারিক লানা ফী মাদীনাতেনা অ– বারিক লানা ফী ছায়ে'না অ–বারিক লানা ফী মুদ্দেনা।

অর্থ– হে আল্লাহ্‌ ! আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দাও শহরে মধ্যে বরকত দাও, আমাদের জন্য ওজন করবার দাড়ি– পাল্লার মধ্যে বরকত দাও।

৯৪। পানি অথবা অন্য কোন পানীয় পান করার সময় বসে পান করবেন। উটের মত এক শ্বাসে পান করবেন না, দুই বা তিন শ্বাসে পান করবেন, বরতনে বা পানিতে ফুঁক দিবেন না। পানি পান করতে (বিসমিল্লাহ্‌) বলে পান করবেন এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ্‌ পড়বেন। (মিশকাত)

৯৫। যমযমের পানি পান করলে এই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা ই'লমান নাফিয়াওঁ ও রিজ্‌ক্বাওঁ ওয়া ছিআ'ওঁ ওয়াশিফা– য়াম মিন কেল্লি দা–য়িন (হিছনে)

অর্থ– হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম (জ্ঞান), পর্য্যপ্ত জীবিকা ও যাবতীয় রোগ হতে আরোগ্য কামনা করছি ।

পোষাক পরবার আদব ও দোআ সমূহ

পোষাক পরবার আদবগুলো হচ্ছে–

পুরুষেরা লুঙ্গি, পায়জামা, টুপি ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কল্লিদার পাঞ্জাবী ব্যবহার করবেন । স্ত্রীলোকেরা কব্জা পর্যন্ত ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন। যে ভাবে কাপড় পরলে লজ্জাস্থান খুলে যায়, সে ভাবে পরা নিষিদ্ধি। প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা নাজায়েজ, কুসুম ও রক্ত বর্ণের কাপড় পুরুষের জন্য মকরুহ। সাদা কাপড় সবচেয়ে ভাল, মেয়েদের জন্য রঙ্গিন কাপড় ভাল। পাতলা কাপড় ও শব্দযুক্ত অলঙ্কার মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ রেশম, সিল্ক ইত্যাদি পুরুষের জন্য হারাম। পুরুষের জন্য মেয়েদের পোষাক এবং মেয়েদের জন্য পুরুষের পোষাক পরা হারাম। বেদীনের সাথে তুলন–ামূলক পোষাকও নাজায়েজ। মেয়েরা পূর্ণ আস্তিণ যুক্ত জামা পরবে। নামাজের সময় হাফ আস্তিন যুক্ত জামা পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে পর্যন্ত কাপড় পরা মকরুহ কাপড় ডান দিক থেকে পরবেনও বাম দিক থেকে খুলবেন পাগড়ী খাড়া হয়ে, পায়জামা বসে এবং লুঙ্গি মাথার উপর দিয়ে পরবেন।

৯৬। সাধারণতঃ জামা কাপড় পরবার সময় পড়বেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَاوَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ -

উচ্চারণ– আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাছানী হাজা অ রাজাক্বানীহে মিন গাইরে হাওলিম্ মিন্নী অ লা কুওয়্যাতিন(মিশকাত)

অর্থ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে এটা পরালেন এবং এটা আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়া নছীবে রাখলেন। কাপড় পরে এই দোআ পড়লে পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৯৭। নতুন কাপড় পরবার সময় এই দোআ পড়বেন

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ -

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কামা কাসা ও ভানীহে আস আলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা ছুনিআ' লাহু অ– আউ'জু মিন শারিহী ওয়া শারি মা চুনিআ 'লাহ। (মিশকাত)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, যেহেতু তুমি এই কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মঙ্গলের জন্য ও যার জন্য এটা সৃষ্টি করেছ তারও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং আমি এর অমঙ্গল হতে এবং যার জন্য এটা সৃষ্টি করেছ তারও অমঙ্গল হতে আশ্রয় ভিক্ষা চাচ্ছি।

৯৮। হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি নতুন পোষাক পরবার সময় নিচের দোআ পড়ে আর নিজের পুরাতন কাপড়গুলি কোনও গরীবকে দান করে দেয়, সে তার জীবনের এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহ্র হেফাজতে এবং খোদায়ী আবরণে থাকবে; অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বালা মুছিবত

থেকে এবং তার দোষ–ত্রুটি গোপন রেখে তাকে লজ্জা পাওয়া হতে রক্ষা করবেন। (মিশকাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ -

উচ্চারণ– আলহাম্‌দু লিল্লা–হিল্লাজী কাসানী মা উয়ারী বিহী আ'ওরাতী অ–আতা জাম্মালু বিহী ফী হায়াতী। (মিশকাত)

অর্থ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে কাপড় পরিয়েছেন যদ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করেছি এবং এটা দিয়ে নিজের জীবনকে সৌন্দর্য্য মন্ডিত করেছি।

পোষাক খুলবার সময় " বিসমিল্লাহ" বলে কাপড় খুলবেন, কারণ, 'বিসমিল্লাহ্'র দরুণ শয়তান লজ্জাস্থানের দিকে নজর দিতে পারে না। হিছনে –হাছীন)

৯৯। কোন ও মুসলমানকে নতুন পোষাক দেখলে এই দোআ পড়বেন।–

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ

উচ্চারণ– তুবলী অ– ইউখ্ লিফুল্লাহ্। (হিছনে– হাছীন)

অর্থ– আল্লাহ্ তোমার হায়াত দরাজ করুণ, যেন তুমি এই কাপড় পরতে পরতে পুরাতন করতে পার এবং তারপর আল্লাহ্ তোমাকে এই কাপড়ের জায়গায় নতুন কাপড় দান করেন।

১০০। আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ

উচ্ছারণ–আল্লাহুম্মা আনতা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌কী ফাহাস্‌সিন খুলুকী। (হিছনে–হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্! তুমি যেমন আমার চেহারাকে সন্দুর করেছ, তেমনি আমার স্বভাব–চরিত্রকে সূন্দর করে দাও।

রোজার আদব ও দোআ সমুহ

রোজার দিন কথা কম বলবেন। যিকির তেলাওয়াত বেশী করে করবেন। চারটা আমল বেশী করে করবেন–১) কলেমায়ে তাইয়েবা (২) ইস্তিগাফার (৩) বেহেস্তের প্রার্থনা (৪) দোজখ থেকে আশ্রয় ভিক্ষা চাওয়া। শবে ক্বদরের রাতে নফল নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত, জিয়ারত ইত্যাদি আমল বেশী করে করবেন। (অর্থ্যাৎ রমজানের ২১,২৩, ২৫, ২৭, ২৯ এর রাতে)। এই সকল দিনে সুন্দর ও খুসবু– দার কাপড় পড়বেন।

১০১। চাঁদ দেখলে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ –

উচ্ছারণ–আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা বিল ইউমনে অ–ঈমানে অ–স্‌ সালামাতে অ–ল ইসলামে রাব্বি অ– রাব্বু কাল্লাহ্। (হিছনে হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্! ইহাকে আমার উপর শান্তি, ঈমান, ছালামত ও ইসলাম এবং এর কার্যাবলীর সুযোগ দান করত, উদিত করে রাখুন। হে চাঁদ! আমার ও তোমার প্রতি পালক মহান আল্লাহ্।

১০২। রোজার নিয়্যত–

بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

উচ্ছারণ–বিছাওমে গাদিন্‌ নাওয়াইতু মিন শাহ্‌রি রামাদ্বান।

অর্থ– আমি রমজান মাসের আগামী কালের রোজার নিয়্যত করলাম।

১০৩। রোজার ইফ্‌তার করার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ–আল্লাহুমা লাকা ছুম্‌তু অ আ'লা–রিজক্বি কা আফ ত্বার্‌তু। (আবুদাউদ)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রুজি দিয়ে রোজা খুলছি।

১০৪। অথবা এই দোআ' পড়বেন–।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ

উচ্চারণ।–আল্লাহুম্মা ইন্নী–আসয়ালুকা বিরাহ্‌মাতিকাল্লাতি। অ–সিআ'ত কুল্লা শাইয়িন আন, তাগ্‌ফিরালী জুনুবী। (হিছনে হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তোমার দয়া সর্বাবৃত সেই দয়ার উসীলা দিয়ে আমি প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার গুণাহ্ মাফ করে দাও।

১০৫। ইফাতরের পর এই দোআ' পড়বেন–

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ

شَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ–জাহাবায্ যামা–উ অ–ব্ তাল্লাতিল উ'রুক্বু অ– ছাবাতাল আযজরু ইন্‌শা–আল্লাহ্ । (আবুদাউদ)

অর্থ– পিপাসা মিটেছে, শিরা উপশিরাগুলো ভিজে চাঙ্গা হয়েছে আর ইন্‌শা আল্লাহ্ এর সওয়াবও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১০৬। অপর কারও বাড়ীতে ইফতার করলে এই দোআ পড়বেন।

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ -

উচ্চারণ– আফত্বারা ই'ন্‌দা কুমুছ্ ছা–য়িমূনা অ–আকালা ত্বোআ'মাকুমুল্ আবরারু অ–ছাল্লাত আ'লাইকুমুল মালা–য়িকাহ্। (হেছনে হাছীন; ইবনে মাজা)

অর্থ– তোমার এখানে রোজাদার লোকেরা ইফতার করলেন, নেক বান্দারা তোমার ঘরে আহার করলেন আর ফেরেশ্‌তারা তোমার জন্য দোআ' করলেন।

১০৭। শবে ক্বদরের রাতে এই দোই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউন্ তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী।

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই তুমি মার্জনাকারী। ক্ষমা তুমি পছন্দ কর, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।

১০৮। তারাবীহ্‌র দোআ'

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ

وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا
اَبَدًا - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ–সুবহানা যিল্ মুল্‌কে ওয়াল মালাকতে। সুবহানাজিল ই'জ্জাতে ওয়াল আ'জ্মাতে ওয়াল হাইবাতে ওয়াল ক্বুদরাতে ওয়াল কিব্‌রিইয়ায়ে ওয়াল যাবারুতে। সুবহানাল মালিকিল হায়্যিল লাজী লা ইয়ানামু ওয়া লা ইয়া মুতু আবাদান্ আবাদান্ সুববুহন ক্বুদ্দুসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা–য়িকাতে ওয়ার রুহ্।

অর্থ– যিনি মহা সম্রাট ও ফেরেস্তাদের প্রভূ, আমি তারই পবিত্রতার গুণাগান করছি। যিনি মহা সন্মানিত, মহীয়ান, ভীতি উৎপাদনকারী ক্ষমতাবান, গৌরবান্বিত এবং বিপুল, আমি তারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। যিনি অবিরাম, চির জীবন্ত, অমর এবং মহা প্রবিত্র, আমি তারই আরাধনা করছি হে আমাদের ও ফেরেস্তদের এবং আত্মা সকলের প্রতিপালক।

১০৯। তারাবীহ্ নামাজের মুনাজাত–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا
خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ
يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ - يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا
بَارُّ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا
مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌য়ালুকাল যান্নাতা ওয়া নাউ'জুবিকা মিনান্নারে ইয়া খালিক্বাল যান্নাতে ওয়ান্নারি বিরাহ্‌ মাতিকা ইয়া আ'জীজু ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া যাব্বারু ইয়া খালিক্বু ইয়া বাররো। আল্লাহুম্মা অযির্‌ না মিনান্নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ মাতিকা ইয়া আর্‌ হামার্‌ রাহিমীন।

অর্থ– হে আল্লাহ্‌ ! আমরা তোমারই কাছে বেহেশত প্রার্থনা করছি। জাহান্নামের আজাব হতে তোমার আশ্রয় গহণ করছি। হে বেহেশত দোজখের সৃষ্টিকর্তা। তুমি করুণাময়। হে শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল ! হে করুণময়! হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রদান কর। হে আশ্রয়দাতা ! তুমিই অনুগ্রাহক এবং করুণাময়।

১১০। ঈদগাহে যাওয়ার সময় রাস্তায় এই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ –

উচ্চারণ– আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দু। (মিশকাত)

অর্থ–(মশহুর)

বিবাহ্‌ শাদী সম্পর্কীয় দোআ

১১১। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে তার কপালের চুল ধরে এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা যাবাল্‌ তাহা আলাইহি ওয়া আউ'জু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা যাবাল্‌তাহা আলাইহি। (মিশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

অর্থ– হে আল্লাহ্‌ ! আমি তোমার কাছে এর মঙ্গল, এর চরিত্র ও আচরণের মঙ্গল কামনা করছি এবং এর আর এর চরিত্র ও আচরণের ক্ষতি হতে পানাহ্‌ চাচ্ছি।

১১২। বিয়ের পর দুলাহ্‌কে এই বলে মোবারকবাদ দিবেন –

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَاوَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

উচ্চারণ–বারাকাল্লাহু লাকা অ বারাকা আ'লাইকুমা অ জামা আ' বাইনাকুমা ফী খাইরি। (তিরমিজী)

অর্থ–আল্লাহ্‌ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাজিল করুন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

১১৩। বিবির সাথে মিলন কাজে লিপ্ত হওয়ার আগে পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا –

উচ্চারণ– বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌ নাশ্‌ শাইত্বানা ওয়া জান্নি–বিশ্‌ শাইত্বানা মারাজাক্বতানা। (হিছনে–হাছীন)

অর্থ– আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে শয়তানের হাত হতে রক্ষা কর এবং যে সন্তান তুমি আমাদের দান করবে তার থেকে ও শয়তানকে দুরে রাখ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে– এই দোআ পড়ার পর সহবাস করলে, তার ফলে যে সন্তানের জন্ম হবে, শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।

১১৪। সহবাসকালে বীর্যপাত হলে মনে মনে এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা লা তাজ্ আ'ল লিশ শাইত্বানি ফীমা রাজাক্বতানী নাছীবা। (তিরমিজী)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! যে সন্তান তুমি আমাকে দান করবে, তার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ দিও না।

ফায়েদা – বাচ্চা পয়দা হওয়ার পরই কোন নেক বানদার কাছে নিয়ে দোআ' করাবেন ও তাঁর চর্বিত কোন জিনিস বাচ্চার মুখে দিবেন। বাচ্চা যখন কথা বলতে পারবে তখন প্রথমে তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ শিখাবেন। (হিছনে হাছীন)

১১৫। বিয়ের খুৎবা – (এই খুৎবা সাধারণতঃ ওলামায়ে কিরামকে পাঠ করতে হয় বলে এর উচ্চারণ ও অর্থ লিখে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি করলাম না।)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ لَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَحْدَهٗ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا –

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ – وَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّىْ اُبَاهِىْ بِكُمُ الْاُمَمَ -

সফরের আদব ও দোআ' সমুহ–

সফরের আদব চারটা – (১) নিয়্যতকে শুদ্ধ করা; (২) জমাত বন্দী হয়ে যাওয়া ও আমীর ঠিক করে আমীরের তাবেদারী করা।; (৩) সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবাহর করা, (৪) চার কাজে সময়কে খরচ করা। (ক) দাওয়াত (খ) তালিম (গ) ইবাদত নামাজ, জিকির, নফলিয়াত, তিলাওয়াত, অজিফা ইত্যাদি। (ঘ) খেদমত।

১১৬। সফরের ইচ্ছা করলে এই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা বিকা আছুলু অ– বিকা আহুলু অ– বিকা আসীরু। (হিছনে– হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তোমারই সাহায্যে আমি (শত্রুর প্রতি) আক্রমণ করি, তোমারই সাহায্যে তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করি আর তোমারই সাহায্যে সফর করি।

১১৭। সফরকারীকে বিদায় দিতে এই দোআ' পড়বেন–

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِ يْنَكَ وَاَمَا نَتَكَ وَخَوَا تِيْمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণ– আছতাওদিউ'ল্লাহা দানাকা অ আমানাতাকা অ খাওয়াতীমা আ'মালিকা। (তিরমিজী)

অর্থ– তোমার দ্বীন আমানতদারীর গুণাবলী এবং তোমার কাজের ফলাফল অল্লাহর উপর সোপর্দ করছি।

১১৮। অথবা এই বলে তার জন্য দোআ' করবেন–

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ -

উচ্চারণ– জাওয়্যাদাকাল্লাহুত্ তাক্বওয়া অ গাফারালাকা যান্‌বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইছুকুন্‌তা। (তিরমিজী)

অর্থ– আল্লাহ্ পরহেজগারীকে তোমার পাথের করুন, তোমার গুণাহ মাফ করুন, আর তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই মঙ্গল তোমার জন্য সহজ করে দিন।

১১৯। অথবা এই দোআ' পড়বেন–

سِيْرُوْ ابِبَرْكَةِ اللّٰهِ وَانْطَلِقُوْ ابِبِسْمِ اللّٰهِ- اَللّٰهُمَّ اَعِنْهُمْ

উচ্চারণ– সীরু বে–বারাকাতিল্লাহে ওয়ান ত্বালিক্বু, বে–বিস্‌মিল্লাহ্।

অর্থ– ভ্রমণ কর আল্লাহ্‌র সাহায্যে, পথ চল আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে হে আল্লাহ্ ! তুমি এদের সাহায্য কর।

১২০। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِ نَا هٰذَا الْبِرَّوَ التَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَاهٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَ هْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِوَكَا بَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَ هْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحَوْرِوَ الْكَوْرِوَدَ عْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌য়ালুকা ফী সাফারিনা হা–যাল বির্‌রা ওয়াত্ তাক্ ওয়া–ওয়া মিনাল আ'মালে মা তারদ্বা। আল্লাহুম্মা হাব্‌বিন, আ'লাইনা সাফারানা হা–জা অ– আত্বেবে লানা বু'দাহু। আল্লাহুম্মা আন্ তাছ্ ছা–হেবু ফিস সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'জুবিকা মিওঁ ওয়া' ছায়িস সাফারে ওয়া কাবাতিল মান্‌জ্বারে ওয়া ছুয়িল মুনক্বালাবে ফিল মা–লে ওয়াল আহ্‌লে ওয়া আউ'জু বিকা মিনাল হাওরে ওয়াল কাওরে ওয়া দাওয়াতিল মাজ্বলূমে (মিশকাত)।

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে এই সফরে নেকীও পরহেজগারী প্রার্থণা করি এবং ঐ সমস্ত কাজের তওফীক চাই– যে সব কাজে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ্ ! আমার এই সফর সহজ করে দাও, ভ্রমণ পথ সহজে অতিক্রম করিয়ে দাও। হে আল্লাহ্ ! তুমিই আমার সফরের সাথী, আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের ব্যাপারে তুমিই তত্বাবধায়ক। হে আল্লাহ্! সফরের যাবতীয় কষ্ট হতে তোমার কাছে পানাহ্ চাই, আরো পানাহ্ চাই এই সফরের সমস্ত কুদৃশ্য হতে,

ঘরে প্রত্যাবর্তন করে মাল ও সন্তানের দুরাবস্থা দর্শন হতে, গঠিত হওয়ার পর ভাঙ্গন হতে এবং মজলুমের বদ-দোআ' হতে।

১২১। সফরে যাত্রাকালে কোন পশুর পিঠে বা গাড়ীতে উঠতে হলে প্রথমে বিছমিল্লাহ্ "বলে পা দানীতে পা রাখবেন, তারপর জায়গায় বসে "আল্ হামদুলিল্লাহ্ " বলবেন এবং চলতে আরম্ভ করলে এই দোআ' পড়বেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ-সুবহানাল্লাজী সাখ্খারা লানা হা-জা- অমা- কুন্না লাহু মুক্‌রিনীন। অ- ইন্না- ইলা-রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুন। (সুরা জুখ্‌রুফ)

অর্থ- পবিত্র ঐ আল্লাহ্-যিনি ইহাকে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ ইহাকে স্বীয় অধীন করতে আমরা অক্ষম ছিলাম, অনন্তর আমরা আপন প্রভুর দিকে নিশ্চয় ফিরে যাবো।

১২২। তার পর তিনবার " আলহামদু লিল্লাহ্" ও তিনবার " আল্লাহু আকবার" পড়ে এই দোআ' পড়বেন-

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ- ছোবহানাকা ইন্নী জ্বালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির্‌লী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগ্ ফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ-হে আল্লাহ্ ! তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি আমার নফছের উপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কারণ, তুমি ছাড়া ক্ষমাকারী আর কেউ নাই।

এই দোআ' পড়ার পর একটু মুচকি হাসা মোস্তাহাব।

১২৩। কোন উচুঁ জায়গায় উঠবার সময় " আল্লাহু আকবার " এবং নীচে নামবার সময় " ছোবহবানাল্লাহ্" পড়বেন। পানির স্রোতে গড়িয়ে পড়ে এমন কোন জায়গা পার হওয়ার সময় " লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পড়বেন। পা পিছলিয়ে পড়া বা অন্যান্য কোন রকম দুর্ঘটনার উপক্রম হলে "বিসমিল্লহ্ " বলবেন। (হিছনে- হাছীন)

১২৪। নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে এই দোআ' পড়বেন-

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

উচ্চারণ- বিসমিল্লাহি মাযুরে-হা অ মুরসা- হা-ইন্না রাব্বি ল্যাগাফুরুর্ রাহীম। অ-মা ক্বাদারুল্লাহা হাক্বা ক্বাদ্‌রিহী ওয়াল আরদ্বু জামীয়ান্ ক্বাব্ দ্বাতুহু ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতে ওয়াস্ সামা - ওয়াতু মাত বিইয়্যাতুম্ বিইয়ামীনিহী সুবহানাহু অ- তাআ' লা আ'ম্মা ইউশ্ রিকুন।

অর্থ- আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক মার্জনাকারী ও দয়ালু। কাফের দল আল্লাহ্‌কে যেভাবে ক্বদর করা উচিত ছিল, করে নাই। অথচ শেষ -বিচারের দিন সমস্ত যমীন তার মুষ্টিগত হবে এবং আকাশ সমুহ তার ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। মুশরিক দলের শিরকের বিশ্বাস হতে তিনি পবিত্রতম ও

সমুন্নত।

১২৫। কোন মঞ্জিল বা ষ্টেশনে নামলে পড়বেন–

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ– আউ'জু বিকা লিমাতিল্লাহিত্ তা–ম্মাতি মিন্ শার্‌রি মা খালাক্ব। (মুসলিম)

অর্থ– আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ বাণীর ওসীলা দিয়ে আমি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা হতে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

হাদীসে আছে–এই দোআ' পড়লে যতক্ষণ সেই মঞ্জিল বা ষ্টেশনে থাকবে, ততক্ষণ কোন কিছু তার কোন রকম অনিষ্ট করতে পারবে না।

১২৬। কোন শহর বা গ্রামে যাওয়ার সময়, যখন তা নজরে পড়বে, তখন এই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَاِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা রাব্বাছ্ ছামা– ওয়া–তিস্ সাবয়ে' ওয়া মা–আজ্বু লাল্‌না ওয়া রাব্বাল আর্‌দ্বীনাস্ সাবয়ে' ওয়ামা– আক্ব লাল্‌না ওয়া রাব্বাস্ শাইয়াত্বীনে ওয়া মা– আদ্ব লাল্ না ওয়া রাব্বার রিইয়াহি ওয়া মা জারাইনা ফা ইন্না নাস্‌য়ালুকা খাইরা হা–জিহিল ক্বার্ ইয়াতে ওয়া খাইরা আহ্ লিহা ওয়া নাউ' জুবিকা মিন্ শার্‌রেহা ওয়া শার্‌রে আহ্ লেহা ওয়া শার্‌রে মা ফিহ।

(হিছনে– হাছীন)

অর্থ– আল্লাহ্ ! যিনি সপ্তস্তর আকাশের প্রভু–আকাশের ছায়া তলে যা কিছু আছে তাদের প্রভু, সপ্তস্তর জমিনের প্রভু–জমিনের বুকে যা কিছু আছে তার প্রভু, শয়তানের প্রভু, আর শয়তান যাকে গোমরাহ করেছে তারও প্রভু; বাতাসের প্রভু, বাতাস যা কিছু উড়িয়ে নিয়েছে তারও প্রভু। সেই আল্লাহ্‌র কাছে আমি বস্তীর যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি এবং অকল্যাণ হতে পানাহ্ চাচ্ছি।

১২৭। কোন শহর বা গ্রামে প্রবেশ কালে তিনবার পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহা। (হিছনে– হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দাও।

১২৮। উপরি–উক্ত দোআ'র পর পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মার জুক্বনা যানাহা ওয়া হাব্বিব্‌না ইলা–আহ লিহা ওয়া হাব্ বিব্ ছালিহী আলিহা ইলাইনা। (হিছনে হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! এখানকার ফল– ফলাদি আমাদের নসীব কর, এখানকার বাসিন্দাদের অন্তরে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি কর এবং এখান কার সৎলোকেদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে দান কর।

১২৯। সফরের মধ্যে রাতে এই দোআ' পড়বেন

يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ

مَاخَلَقَ فِيْكَ وَشَرِّمَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَاَعُوْذُبِا للّٰهِ مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّسَاكِنِى الْبَلَدِ وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَاوَلَدَ -

উচ্চারণ– ইয়া আর্‌দ্বু রাব্বি ওয়া রাব্বু কাল্লাহ্‌। আউ'জুবিল্লাহে মিন শার্‌রিকা ওয়া শার্‌ রিমা খুলিকা ফীকা ওয়া শার্‌রি মা ইয়া দুব্বু আ'লাইকা ওয়া আউ'জুবিল্লা–হে মিন আসাদিওঁ ওয়া আস্‌ওয়াদা ওয়া মিনাল হাইয়্যাতে ওয়াল আক্বরাবে ওয়া মিন শার্‌রি ছা– কিনিল বালাদি ওয়া মিওঁ ওয়ালিদি ওঁ ওয়া মা ওয়ালাদা। (হিছনে–হাছীন, আবু দাউদ)

অর্থ – হে যমীন ! তোমার প্রভু ও আমার প্রভু এক আল্লাহ্‌ ! আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমার অপকারিতা হতে, তোমার ভিতর যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে,তাদের অপকারিতা হতে, তোমার বুকের উপর দিয়ে যা কিছু বিচরণ করে, তাদের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আরো পানাহ্‌ চাচ্ছি বাঘ, সাপ– বিচ্ছু ইত্যাদি হতে এবং এই শহরে বসবাসকারী আবাল –বৃদ্ধ সকলের অনিষ্টকারিতা হতে।

২৩০। সফরের মধ্যে ভোরবেলায় পড়বেন–

سَمِعَ سَا مِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَا ئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَا حِبْنَاوَ اَفْضِلْ عَلَيْنَا عَا ئِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ– সামিআ' সামিউ'ম বিহামদিল্লা–হে অ– নি'মাতিহী –অ হুস্‌নে বালা–য়িহী আ'লাইনা রাব্বানা ছাহিব্‌না ওয়া আফ্‌দ্বিল্‌ আ'লাইনা আ'য়িজাম্‌ বিল্লা–হে মিনান্নারে। (হিছনে –হাছীন, মুসলিম)

অর্থ– শ্রবণকারী– আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তার নিয়ামতের কথা এবং তিনি যে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় রেখেছেন তার স্বীকৃতির কথা শুনেছে। হে প্রতিপালক, তুমি আমাদের সঙ্গী হও, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। এই দোআ' করার সময় আল্লাহ্‌র কাছে দোজখ থেকে পানাহ চাই। হুজুর আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সফরের মধ্যে আল্লাহ্‌র দিকে ধ্যান রাখে আর তাঁর কথা সব সময় স্মরণ রাখে তার সঙ্গে ফেরেস্তা থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সফরের মধ্যে দুনিয়াবী বিষয়ে আবদ্ধ থাকে অর্থ্যাৎ মশগুল থাকে, তার সঙ্গে শয়তান থাকে। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবী হযরত জুবাইর ইবনে মুত্বঈ'ম (রাঃ) কে সফরের মধ্যে কুরআন শরীফের পাঁচটী সূরা পাঠ করতে বলেছেন। সূরাগুলো হচ্ছে। –(১) কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন। (২) ইজা যা–য়া নাছ রুল্লাহ্‌ , (৩) কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, (৪) কুল আউ'জুবিরাব্বিল ফা লাক্ব (৫) কুল আউ'জুবি রাব্বিন্নস। প্রত্যেক সূরা আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ্‌ পড়ার এবং " কুল আউ'জু বিরাব্বিন্নাস" শেষ করে আবার "বিসমিল্লাহ্‌" পড়ার কথাও তিনি বলেছেন।

হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন– আগে আমি কখনো সফরে বার হলে আমার পাথেয় অপর সঙ্গীদের তুলনায় কম হয়ে যেত এবং আমি খুবই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতাম। কিন্তু যখন আমি হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)–এর উপদেশ মত সফরের মধ্যে এই সূরাগুলো আমল করতে আরম্ভ করলাম, তখন হতেই সফরের সময় আমার আর্থিক অনটন দুর হয়ে গেল, সঙ্গীদের সকলের তুলনায় আমার কাছে বেশী পাথের থাকতে লাগলো।

(হিছনে– হাছীন)

১৩১। রাস্তায় মনোরম ও পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

উচ্চারণ– আলহাম্‌দু লিল্লাহিল্লাজী বিনি'মাতিহী– তাতিম্মুছ ছালিহাতু। (হিছনে– হাছীন, ইবনে মাজা)

অর্থ–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই যার দানে যাবতীয় সৎকর্ম পূর্ণত্ব লাভ করে।

১৩২। কোন ব্যাপারে মন খারাপ বোধ হলে পড়বেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণ– আল্‌ হাম্‌দু লিল্লাহে আ'লা– কুল্লে হাল।

অর্থ– সব অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি। (হিছনে– হাছীন, ইবনে মাজা)

১৩৩। নুতুন ফসল দেখলে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَلَا تَضُرَّهٗ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা বারিক্‌লানা ফীহে ওয়া লা তাদ্বুর্‌রুহ্‌।

অর্থ– হে আল্লাহ্‌ ! তুমি এতে বরকত দান কর এবং একে নষ্ট করো না।

১৩৪। সফর হতে ফিরে বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে পড়বেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ -

উচ্চারণ– লা ইলা–হা ইল্লাল্লা হু ওয়াহ্‌দা হুলা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু অ– হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। ছাদা কাল্লাহু ওয়া'দাহু অ–নাছারা আ'বদাহু অ– হাজামাল আহ্‌ জাবা ওয়াহ্‌–দাহ্‌ (মিশকাত)

অর্থ– আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই; রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, সবকিছুর উপরই তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু–দলকে তিনি একাই পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন।

১৩৫। সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে নিজ বস্তিতে বা শহরে প্রবেশ করার সময় পড়বেন।

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

উচ্চারণ–আ–য়িবূনা তা–য়িবূনা আ'বিদূনা লিরাব্বিনা হা–মিদূনা।

অর্থ–আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী এবং নিজ প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। (হিছনে– হাছীন)

১৩৬। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন সফর হতে ফিরে আসলে চাশ্‌ত নামাজের সময়ে নিজ শহরে প্রবেশ করতেন এবং নিজ ঘরে যাওয়ার আগে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকায়াত (নফল) নামাজ পড়ে (কিছুক্ষণ) মসজিদে অপেক্ষা করে, তারপর ঘরে যেতেন। –(বুখারী ও মুসলিম)

হুজুর আকরাম (সাঃ) বৃহস্পতিবার দিন সফরে রওয়ানা হওয়া পছন্দ করতেন। (বুখারী)

১৩৭। সফর শেষে নিজ ঘরে পৌছিয়ে পড়বেন–

اَوْبًا اَوْبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا -

উচ্চারণ– আওবান্ আওবান্ লিরাব্বিনা তাওবান্ লা ইউগাদিরু আ'লাইনা হাওবান্। – (হিছনে– হাছীন)

অর্থ– আমি ফিরে এসেছি, আমি আমার প্রভুর কাছে এমন তওবা করছি, যার ফলে আমার কোন গুণহ্ আর বাকি থাকবে না।

বাজার ও মজলিশের দোআ' সমুহ

হাদীস শরীফে আছে যে দুনিয়ার সর্ব্বনিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার। কারন উহা ফেরেব বাজী, ব্যবসায়ে অসততা বেচা কেনায় লিপ্ত থাকায় নামাজ ক্বাজা হওয়া, আল্লাহ্র জিকির হতে দুরে থেকে দুনিয়ারী কাজে মগ্ন থাকা– এই সবই সবাধারণত, বাজারে হয়ে থাকে। কিন্তু হাট বাজার না করে আমাদের উপায় নাই। তবে যথাসম্ভব বাজারের পরিবেশ হতে দুরে থাকার চেষ্টা করা আমাদের উচিত।

১৩৮। হাদীস শরীফে আছে–বাজারে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি এই দোআ' পড়ে। তার আমল–নামায় দশ লাখ নেকী লেখা হয়, দশ লাখ গুণাহ্ মাফ হয়, দশ লাখ দরজা বুলন্দ হয় এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটা ঘর তৈরী হয়। দোআটা এই–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَيٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

উচ্চারণ–লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা–শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অ–লা হুল হামদু ইউহয়ি অ– ইউমীতু অ– হুয়া হাইয়্যুল লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু অ– হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। (তিরমিজী ও ইবনে মাজা)

অর্থ– আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন

শরীক নাই। রাজ্যের মালিকানা তারই, যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী তিনিই। তিনি জীবিত করেন, তিনিই মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, আমার যাবতীয় কল্যাণ তার হাতে। তিনি সকলের উপর ক্ষমতাশীল।

১৩৯। বেচা কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে গেলে পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً

উচ্চারণ– বিসমিল্লা– হে আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খাইরা হা–জিহিছ ছোকে অ–খাইরা মা ফীহা অ–আউ'জুবিকা মিন শার্‌রিহা অ–শাব্‌রে মা ফীহা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'জুবিকা আন্ উছীবা ফীহা ইয়ামীনান ফাজিরাতান্ আও ছাফ্‌ক্বাতান্ খাসিরাহ্। (হিঃ হাছীন)

অর্থ–আল্লাহ্র নামে বাজারে ঢুকলাম। হে আল্লাহ্ ! তোমার কাছে এই বাজারে ও তার মধ্যবর্তী জিনিসের মঙ্গল চাই এবং এর অপকারিতা থেকে পানাহ্ চাই । হে আল্লাহ্ ! বাজারে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই।

১৪০। মাশ্ওয়ারা করার সময় এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَاوَاَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا.

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মআ আল্ হিমনা মারাশিদা উমুরিনা অ–আয়েজ না মিন শুরুরি আনফুসেনা ওয়া মিন ছাই য়েয়াতি আ'মালিনা। হিঃ

হাছীন।

অর্থ- হে অল্লাহ্ ! তুমি আমাদের সঠিক পথে চালিত কর এবং নফসের ধোঁকা হতে ও কুকর্ম হতে রক্ষা কর।

১৪১। মজলিশ ও মাশওয়ারার শেষে এই দোআ পড়লে ভাল, মজলিশের নেকী লেখা হয় এবং খারাপ কথাগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যায়। দোআটা এই –

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ –

উচ্চারণ–ও অর্থ। ৪৯ নং দোআ দেখুন। তিরমিজী

মোলাকাতের সময় পড়বার দোআ সমুহ–

১৪২। যখন কোন মুসলমামের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন বলবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ– আসসালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্।

অর্থ– আপনার উপর আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

১৪৩। এর জওয়াবে বললেন–

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ–ওয়া আ'লাইকুমুস সালামু অ– রাহমাতুল্লাহ্।

অর্থ– এবং আপনার উপরও আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। একদা এক ব্যক্তি হযরত নবী করিম (সাঃ) এর দরবারে এসে তাঁকে "আস্ সালামু আ'লাইকুম" বলে সালাম জানালো। সালামের জওয়াব দিয়ে হুজুর (সাঃ) বললেন–এই যে লোকটা সালাম করলো, এতে তার দশটা নেকী হাসিল হলো। কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি এসে

بَارَكَ اللّٰهُ فِىْ اَهْلِكَ وَمَا لِكَ

উচ্চারণ– বারাকাল্লাহু ফী আহ্লিকা ওয়া মালিকা। (বুখারী)

অর্থ– আল্লাহ্ তোমার ধন জনের মধ্যে বরকত দান করুন।

১৪৯। কাউকে (মুসলামান) হাসতে দেখলে এই দোআ পড়বেন–

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

উচ্চারণ– আদ্বহাকাল্লাহু সিন্নাকা। (মুসলিম, বুখারী)

অর্থ– আল্লাহ্ তোমাকে হাস্যোজ্জল রাখুন।

১৫০। কেহ সদ্ব্যবহার করলে এই দোআ পড়বেন। –

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

উচ্চারণ– যাজাকাল্লাহু খাইরা। (মিশকাত)

অর্থ– আল্লাহ্ তোমাকে এর বদলে মঙ্গল দান করুন।

কুরবানী ও আকীকার দোআ'

১৫১। কুরবানীর জানোয়ারকে কেবলামুখী শুইয়ে এই দোআ' পড়বেন–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ

اَلْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ -

উচ্চারণ–ইন্নী ওয়াজ্–জাহ্তু ওয়াজ্–হিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা আলা' মিল্লাতে ইব্‌রা–হীমা হানীফাওঁ ওয়া মা– আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়া ইয়া ওয়া মামাতী লিল্লা হি রাব্বিল আ–লামীন। লা–শারী–কা লাহু ওয়া বি জালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা–হুম্মা মিন্‌কা ওয়া লাকা আ'ন। (মিশকাত)

অর্থ–আমি মুখ ফিরালাম আছমান,হ্ পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লার দিকে, আমি একমাত্র ইব্‌রাহীম– (আঃ) এর দ্বীনের উপর আছি এবং মুশরিকদের দলভুক্ত নই। আমার নামাজ, কুরবানী, আমার জীবন – মৃত্যু– সবকিছুই সারা দুনিয়ার প্রতিপালক আল্লারই জন্য। তার কোন শরীক নাই। একথা ঘোষাণা করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি; আর আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পনকারীদের অন্যতম। হে আল্লাহ্ ! এই কুরবানী তোমারই দেওয়া সামর্থ্যবলে আর তোমারই উদ্দেশ্যে।

পশু যবেহ্ করার পূর্ব মুহূর্তে দোআর শেষ দিকে যে আ'ন কথাটা আছে, তারপর যার বা যাদের নামের কুরবানী, তার বা তাদের নাম উল্লেখ করবেন। নিজের কুরবানী হলে নিজ নাম উল্লেখ করবেন। بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থ্যাৎ "বিস্‌মিল্লা–হি ওয়াল্লাহু আকবার" বলে পশুর গলায় ছুরি চালাবেন।

১৫২। আক্বীক্বার পশু জবেহ করার সময় পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ

বললো– আস্ সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। " সালামের জওয়াব দিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন এই ব্যক্তির কুড়িটা নেকী হাসিল হলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে এই বলে ছালাম দিলো– আস–সালামু আ'লাইকুম অ–রাহ্‌মাতুল্লাহি অ–বারাকাতুহু। এই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন যে, তার ত্রিশটা নেকী লাভ হয়েছে। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহামাতুল্লাহি অবারাকাতুহু অ– মাগ্ ফিরাতুহু বললো। জওয়াবদানের পর তিনি বল–লেন যে, এই ব্যক্তির চল্লিশটা নেকী অর্জন হয়েছে। এই ভাবে দোআর শব্দ যত বাড়বে, নেকী ও তত বাড়তে থাকবে। (আবুদাউদ মিশকাত)

সালাম দানকারী যে সব কথা বলবে, তার উত্তরে বেশী দোআমূলক কথা বলতে না পারলে অন্ততঃ সে যা বলেছে তাই ফিরিয়ে বলবেন।

১৪৪। কোন মুসলামান কারও মারফত সালাম পাঠালে, জওয়াবে বলবেন–

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

উচ্চারণ–অ–আ'লাইকা অ– আ'লাইহিস্ সালাম।

অর্থ– তোমার ও তার উপর শান্তি বার্ষিত হউক।

১৪৫। "মুছাফাহা " করার সময় পড়বেন–

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

উচ্চারণ–ইয়াগ্ ফিরুল্লাহ লানা ওয়া লাকুম। (মিশকাত)

অর্থ– আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন।

[হ]যরত রসূলে – খোদা (সাঃ) এরশাদ করেছেন দু–জন মুসলমান [প]রস্পরিক মোলাকাতের সময় মুছাফাহা' করলে একে অপর থেকে

বিদায় হওয়ার আগেই তাদের দু'জনের (ছগীরা) গুণাহ মাফ হয়ে যায়।

আবু দাউদ শরীফে আছে– যখন দু'জন মুসলমান পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় মুছাফাহা' করলো এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করলো ও নিজেদের মাগফিরাত (ক্ষমা কামনা করলো, তাদের কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

১৪৬। হাঁচি আসলে নিজে "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ" আলহামদুলিল্লাহ আলা –কুল্লে হাল্ " অর্থ্যাৎ " প্রত্যেক অবস্থাতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য" বলবেন। কেহ হাঁচি দিয়ে "আলহাম্ দুলিল্লাহ্" বললে তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ " ইয়ার হামুকাল্লাহ " অর্থ্যাৎ " আল্লাহ্ তোমার উপর দয়া করুন " বলবেন।

এর জওয়াবে আবার হাঁচিদাতা বলবেন–

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ–ইয়াহ্ দীকুমুল্লাহ অ–ইউছ্লিহু বালাকুম। (মিশকাত)

অর্থ–আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়াতের পথে রাখুন এবং তোমার অবস্থা সুসামঞ্জস্য করুন।

১৪৭। কেহ (মুসলমান) হাদিয়া দিলে কবুল করে বলবেন–

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ

উচ্চারণ– বারাকাল্লাহ ফীকুম। (বুখারী)

অর্থ– আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।

১৪৮। অথবা এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُ

উচ্চারণ–আল্লাহুম্মা হাজি–হী আক্বীক্বাতু ফুলানিবৃনি ফুলান দাম–হা বিদামিহী ওয়া লাহ্‌মুহা বিলাহ্‌মিহী–ওয়া আ'জ্বমুহা বি আ'জ্বমিহী– ওয়া শা'রুহা বিশা'রিহী। আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিনহু। (মিশকাত)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! এটা অমুকের ছেলে অমুকের আক্বীক্বা এই পশুর রক্ত, মাংস, হাড় ও লোম; তার রক্ত, মাংস, হাড় ও চুলের বদলে ছদ্‌কা হিসাবে তার পক্ষ হতে কবুল কর।

ছেলের আক্বীকা হলে 'ফুলানিব নি' ফুলানিন্' এর স্থলে ছেলের ও তার বাবার নাম এবং মেয়ের আক্বীক্বা হলে মেয়ের ও তার বাবার নাম বলবেন।

হজ্ব সম্পর্কীয় দোয়া

১৫৩। এহ্ রামের জন্য দু'রাকায়াত নামাজ পড়ে বসে সালাম ফিরিয়ে হজ্ব ও উমরার জন্য এই বলে নিয়্যত করবেন। –

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ –

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা অ– উ'মরাতা ফাইয়াস্ সির হুমা লী অ– তাক্বাব্বালহুমা মিন্নী।

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি হজ্ব ও উমরার নিয়্যত করছি। তুমি এই দু'টি কাজ আমার জন্য সহজ সাধ্য করে দাও এবং কবুল করে নাও।

১৫৪। তারপর হজ্বের তাল্‌বিয়া বলবেন–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ– লাব্বাইকা আল্লা–হুম্মা লাব্বাইকা। লাব্বাইকা লা শরীকা লাকা লাব্বাইকা। ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নে'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌কা লা শারীকা লাকা। (মিশকাত।)

অর্থ– আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই। আমি উপস্থিত, নিশ্চয় প্রশংসা তোমারই পাওনা; নিয়ামতের মালিক তুমিই,রাজ্যের আধিপত্য ও তোমারই। তোমার কোর শরীফ নেই।

১৫৫। হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ কালে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَمْنُكَ وَحَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَعَظْمِىْ وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ -

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা হা–জা আম্ নুকা ওয়া হারামুকা ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনা। ফাহার্‌রিম লাহ্‌মী অ–দামী অ– আ'জ্বমী অ– বাশারী আলান্নারি।

অর্থ– হে আল্লাহ্ এটা তোমার বিঘোষিত নিরাপদ ও পবিত্র জায়গা আর যে এখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে। সুতরাং আমার রক্ত–মাংস, হাড় ও চামড়াকে দোজখের আগুন থেকে বাচাঁও।

১৫৬। বায়তুল্লাহ্ শরীফ নজরে পড়লে প্রথমে তিনবার " আল্লাহু আক্‌বার" ও তিন বার " লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু " পড়ে তার পর এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ عَظَّمَهٗ وَشَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ -

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা জিদ্ বাইতাকা হা–জা তাশ্‌রীফাওঁ ওয়া তা'জ্বীমাওঁ ওয়া তাক্‌রীমাওঁ ওয়া মাহাবাতাওঁ ওয়া জিদ্ মান্ আ'জ, জামাহু ওয়া শার্‌রাফাহু ওয়া কার্‌রামাহু তাশ্‌রীফাওঁ ওয়া তাক্‌রীমাওঁ ওয়া তা'জীমান ওয়া বিররা। আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিন্‌কাস সালামু ফাহাইয়্যিনা রাব্বানা বিস্ সালাম। (মুসলিম) অর্থ– হে আল্লাহ্! তোমার এই ঘরটার মান–মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার এই ঘরের সম্মান করে, তারও মানমর্যাদা বাড়িয়ে দাও। হে আল্লাহ্ ! তুমি শান্তির আধার; শান্তি অবতীর্ণ হয় তোমার দরবার হতেই। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবন যাপন করার তওফিক দান কর।

১৫৭। বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করার সময় পড়বেন

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ–সুবহানাল্লাহে অ–হামদু লিল্লাহি অ–লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার অ–লা হাওলা অ–লা ক্বুও–য়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ । (মিশকাত, ইবনে মাজা)

অর্থ – আল্লাহ অতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । তাঁর দেওয়া তওফীক ছাড়া কারও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার ও নেক কাজ করার সাধ্য নাই।

১৫৮। আরাফাতের ময়দানে পড়বেন।

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ
قَلْبِىْ نُوْرًاوَّ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًاوَّ فِىْ بَصَرِيْ نُوْرًا -
اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِوَ شَتَاتِ الْاَمْرِو فِتْنَةِ الْقَبْرِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ
وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَشَرِّمَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ

উচ্চারণ–লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অ–লাহুল হামদু অ–হুয়া আ'লা–কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মাজ্ আ'ল ফী ক্বাল্‌বী নুরাও ওয়া ফী সাম্‌য়ী নুরাওঁ ওয়া ফী বাছারী নুরাঁ আল্লাহুম্মাশ্ রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াস্ সিরলী আমরী ওয়া আউ'জুবিকা মিওঁ ওয়া সাবিসিছ ছাদ্‌রি ওয়া শাতাতিল আম্‌রি ওয়া ফিত্‌নাতিল ক্বাবৃরি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন শাররি

মা ইয়ালিজু ফিল্ লাইলে ওয়া শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফিন্নাহারে ওয়া শার্‌রি মা তাহবু বিহির রিয়াহু। (হিছনে হাছীন)

অর্থ– আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁর, সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমাতাবন। হে আল্লাহ্ ! আমার চোখ– সবকিছুতে তোমার নূর ভরে দাও। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয় প্রশস্থ করে দাও আর আমার সকল কাজ সহজ সাধ্য করে দাও। আর আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই মনের ওয়াছওয়াছা হতে, কাজের বিশৃঙ্খলা হতে এবং কররের ফেতনা হতে। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আর ও পানাহ, চাই সে সব জিনিসের অপকারিতা হতে যা রাত ও দিনের ভিতর প্রবেশ করে, বাতাস আর যা কিছু বয়ে আনে তার অনিষ্ট হতেও তোমার কাছে পানাহ্ চাই।

১৫৯। ছাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করার সময় পড়বেন–

رَبِّ اغْفِرْوَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

উচ্চারণ– রাব্বিগ্ ফির্ ওয়ার্‌হাম্ ইন্নাকা আন্‌তাল আ–আজ্জুল আক্‌রাম।

অর্থ– হে প্রতিপালক! ক্ষমা কর, রহম কর, নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বেশী মর্য্যদাশালী– সবচেয়ে বড় দয়ালু।

১৬০। মীনায় শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর মারার সময় পড়বেন

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِّلرَّحْمٰنِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا
مَّشْكُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ -

উচ্চারণ– বিসমিল্লাহি্ আল্লাহু আকবার। রাগ মাল্ লিশ্ শাইত্বানে

ওয়া রিদ্বাল্ লির্ রাহ্মানে। আল্লাহুম্মাজ আ'লহুম্ মাব্ রূরাওঁ ওয়া জাম্বাম মাগ্ফুরাওঁ ওয়া সা'ইয়াম্ মাশ্কুরাওঁ ওয়া তিজারাতাল লান্ তাবুরা। - (আহ্মদ)

অর্থ- সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র নামে কংকর মারছি। শয়তানকে ধিক্কার দেওয়া ও করুনাময়ের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটা করছি। হে আল্লাহ্ ! আমার এই হজ্ব 'মাকবুল' কর, গুণাহ মাফ কর, চেষ্টাকে সাফল্য মন্ডিত কর আর তোমার পথে এই যে প্রচেষ্টা একে আমার জন্য এমন ব্যবসা হিসাবে গণ্য কর, যে ব্যবসায় কখনও লোকসান হয় না।

১৬১। জম জমের পানি পান করে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّا فِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা ই'লমান্ নাফিআ'ও অ- রিজ্ক্বাও ওয়াসিআ'ওঁ অ- সিফায়া মিন কুল্লে দায়িন্।
(মুসতাদ্রাক,)

অর্থ - হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রচুর রিজিক ও প্রত্যেক ব্যধি হতে মুক্তি কামনা করি।

বৃষ্টি বাদল সম্পর্কীয় দোআ'

অনাবৃষ্টির জন্য দেশময় অজন্মা, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিশেষ নিয়মে নামাজ পড়ে আল্লাহ্র দরবারে তার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের জন্য যে প্রার্থনা করা হয়, তাকে "সালাতে ইস্তেস্কা বলে।

১৬২। 'ইস্তেস্কা' নামাজের জন্য নির্দিষ্ট দিনে নাবালেগও নিস্পাপ বাচ্চাদের এবং ঘরের চতুস্পদ জন্তুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কোন ময়দানে একত্র হবেন এবং নিতান্ত কাকুতি- মিনতির সাথে দু'রাকয়াত নামাজ পড়বেন। নামাজান্তে তাক্বীর ও আল্লাহ্র প্রশংসার পর এই দোয়া পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ- اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتَهَا وَ سَكَنَهَا-

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আস্ক্বিনা গাইছাম্ মুগীছাম মারীআ'ন্ নাফিআ'ন্ গাইরা দ্বার্রিন্ আ'জেলান্ গাইরা আ- জেলিন। আল্লা-হুম্মা স্ক্বে ই'বাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়ান্ শুর রাহ্ মাতাকা ওয়া আহ্য়ে- বালাদাকাল মাইয়্যিতা। আল্লাহুমা আন্ জিল আ'লা আর্ দ্বিনা জীনাতাহা ওয়া সাকানাহা - (আবু দাউদ)

অর্থ- হে আল্লাহ্! অবিলম্বে উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করে আমাদের তৃপ্ত, তোমার বান্দাদের এবং তোমার বাক শক্তিহীন পশুদেরও তৃপ্ত কর। হে আল্লাহ্ ! তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও, মৃত ধরণীকে সঞ্জীবিত কর আর যমীনকে ফুলে ফলে ফসলে সৌন্দর্য্য মন্ডিত কর আর উহাতে শান্তি বর্ষণ কর।

১৬৩। বৃষ্টি পাতের জন্য এই দোআ' তিন বার পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আগিছ্না ! (মুসলিম)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষন কর।

১৬৪। অথবা, এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا -

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আন্জিল আ'লা আরদ্বিনা জীনাতাহা ওয়া সাকানাহা। (হিছনে- হাছীন)

অর্থ হে আল্লাহ্! আমাদের জমিনের উপর সৌন্দর্য্য ও শক্তি বৃদ্ধি কর।

১৬৫। গাঢ় মেঘ দেখলে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّانَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّا فِعًا -

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্না নাউ'জুবিকা মিন শার্‌রি মা উর্‌ সিলা বিহী। আল্লাহুম্মা ছাইয়্যিবান নাফিআ'। (হেছনে হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! এই বাদলের সাথে যে অনিষ্ট কারিতা রয়েছে, আমরা তা হতে তোমর কাছে পানাহ্ চাই। হে আল্লাহ্ ! উপকারী বৃষ্টি আমাদের জন্য বর্ষন কর।

১৬৬। বৃষ্টি হতে দেখলে এই দোআ পড়বেন–

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ছাইয়্যিবান, নাফিআ'। (বুখারী)

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّا فِعًا

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! এই বৃষ্টিকে মুষলধারে উপকারীরূপে বর্ষণ কর।

১৬৭। অতিরিক্ত বারিপাত হতে থাকলে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

উচ্চারণ– আল্লা–হুম্মা হাওয়া লাইনা অ–লা আ'লাইনা। আল্লাহুম্মা আ'লাল, আ–কা–মে ওয়াল আ–জা–মে ওয়াজ্ব জ্বিরা–বে ওয়াল আও দিইয়াতে অ–মানাবিতিশ শাজারে। (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থ– হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে এই বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ্ ! উচ্চস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থান সমুহের উপর বর্ষণ কর।

১৬৮। বিদ্যুৎ চম্‌কাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ -

উচ্চারণ– আল্লা–হুম্মা লা তাক্বতুল্ না বিগাদ্বাবিকা অ–লা তুহ্‌লিক্‌না বিআ'জাবিকা অ–আ'ফিনা ক্বাবলা জালিকা

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তোমার গজব দিয়ে আমাদের মেরে ফেল না এবং তোমার আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না । তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও।

১৬৯। ভয়ংকর তুফান ঘুর্ণিবার্তা। আসলে সেই দিকে মুখ করে দু' হাটু ফেলে বসে এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا -

উচ্চারণ– আল্লা–হুম্মাজ্ আ'লহা রাহ্ মাতাওঁ অ–লা তাজ্ আ'লহা আ'জাবা। আল্লা– হুম্মাজ্ আ'লহা রিয়াহাওঁ অ–লা তাজ্ আ'লহা রীহা।– (মিশকাত)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! এই বাতাসকে রহমত বানাও আজাব বানাই ও না; একে উপকারী বানাও অপকারী বাতাস বানাইও না।

এর পরে " ক্বুল আউ'জুবিরাব্বিল ফালাক্ব" ও ক্বুল আউ'জুবি রাব্বিন্নাস" পড়বেন।

ঘরে থেকে পড়বার দোআ সমুহ

১৭০। ক্রোধ উঠলে এবং গাধা ও কুকুরের আওয়াজ শুনলে পড়বেন–

اَعُوْذُ بِا للّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ–আউ'জুবিল্লা–হি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।
(হিছনে – হাছীন)

অর্থ–আমি আল্লাহ্‌র কাছে মরদুদ্ শয়তান ও এর অপকারিতা হতে পানাহ্ চাচ্ছি।

১৭১। ঘরে ঢুক্‌বার সময় এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَ لُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَاتَوَ كَّلْنَا

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ইন্নী– আস্‌য়ালুকা খাইরাল মাওলাযে অ–খাইরাল ম'খ্‌রাযে বিস্‌মিল্লা–হে ওয়ালায্‌না বিস্‌মিল্লা–হে খারায্‌না ওয়া আ'লাল্লাহে রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা। –(মিশকাত)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি গৃহে প্রবেশ করতে ও বের হতে তোমার কাছে মঙ্গল চাচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি ও আল্লাহ্‌র নামে বের হই এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। এর পরে নিজের ঘরের–বাসিন্দাদের সালাম দিবেন।

১৭২। হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে–আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম (জিকির) নেয় এবং খাওয়ার সময়ও আল্লাহ্‌র নাম নেয়; তবে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে যে, তারা রাতে এখানে থাকতে পারবে না বা রাতে এর খাবার থেকে কোন ভাগ পেতে পারবে না। আর যদি সে ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নেয় না এবং খাওয়ার সময়ও আল্লাহ্‌র নাম নেয় না, তখন শয়তান তার সঙ্গীদের বলে যে, এখানে তোমাদের রাতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে খানা খারার

সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। (মিকক্বাত)

১৭৩। ঘর হতে বের হওয়ার সময় পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ–বিস্‌মিল্লা– হে তাওয়াক্কাল্‌তু আ'লাল্লাহে লা হাওলা অ–লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা–হ্ । (তিরমিজী)

অর্থ – আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হলাম ও তার উপর ভরসা করলাম গুণাহ হতে ফিরবার এবং ইবাদত করবার শক্তি কেবল আল্লহ্‌র কাছে হতে আসে ।

বালা– মুছীবত ও রোগ বিমারী সম্পর্কীয় দোআ'

১৭৪। ছোট–বড় যে কোন বিপদের সময় এমনকি শরীরে কাটাবিদ্ধ হলেও এই দোআ' পড়বেন–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا-

উচ্চারণ–ইন্না লিল্লা– হে অ–ইন্না– ইলাইহি রাজিউ'ন। আল্লা–হুম্মা আজির্‌নী ফী মুছীবাতী অ–আখ্‌লিফ্‌লী খাইরাম্ মিনহা। (মুসলিম)

অর্থ–নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা নিশ্চয়ই তারই দরবারে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ্ ! আমার এই বিপদের জন্য তুমি আমায় প্রতিদান দাও, আর এর উৎকৃষ্ট বদ্‌লা আমাকে দান কর।

১৭৫। কোন অসুস্থ লোককে দেখতে গেলে তাকে লক্ষ্য করে বলবেন–

لَا بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ–লা বা'সা ত্বাহুরুন্ ইন্শা–আল্লাহ্। (মিশ্কাত, বুখারী)

অর্থ– দুঃখিত হয়ো না, আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই রোগ তোমাকে (তোমার) গুণাহ্ হতে পাক করবে।

১৭৬। অথবা ১৭৯ নং দোআটা পড়বেন।

১৭৭। অতঃপর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিরাময়ের উদ্দেশে এই দোআ' সাতবার পড়বেন–

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণ–আছয়ালুল্লা–হাল আ'জ্বীমা রাব্বাল আর শিল আ'জীমি আঁই ইয়াশ্ফিইয়াকা।

অর্থ– মহান আরশের মালিক মহান আল্লাহ্র কাছে তোমার রোগমুক্তি কামনা করছি।

হযরত নবী–করীম (সাঃ) বলেন–এই দোআ সাতবার পড়লে আল্লাহ অসুস্থের রোগ ভাল করে দেন; যদি তার মৃত্যু না এসে থাকে– (মিশকাত)

১৭৮। শরীরের কোন জায়গায় বেদনা অনুভুত হলে বেদনার স্থলে হাত রেখে তিনবার তিনবার বিসমিল্লাহ্" পড়ে সাতবার এই দোআ পড়বেন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُوَ اُحَاذِرُ –

উচ্চারণ–আউ'জু বিল্লা–হে অ–কুদরাতিহী–মিন্ শার্‌রি মা আজিদু ওয়া উহাজিরু– (মুসলিম)

অর্থ– যে কষ্টে আমি যে বস্তুর ভয় করছি, তার অনিষ্টকারীতা হতে আল্লাহ্ পাক– ও তাঁর কুদ্রতের কাছে পানাহ্ চাচ্ছি।

১৭৯। ফোঁড়া বা অন্য কোন রকম জখমের দরুণ শরীরের কোন জায়গায় বেদনা অনুভব করলে শাহাদতের আঙ্গুলে থুথু লাগিয়ে সামান্য সময় মাটিতে ধরে রাখবেন এবং মাটি হতে আঙ্গুল উঠিয়ে ক্ষতস্থানে তা বুলাতে পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا –

উচ্চারণ–বিসমিল্লা–হি তুর্বাতু আর দ্বিনা বিরীক্বাতি বা' দ্বিনা লিইউশ্ ফাসাক্বীমুনা বিইজ্নি রাব্বিনা। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ– আমি আল্লাহ্র নামের বরকত হাছিল করছি। এ আমাদের জমীনের মাটি, যাতে আমাদের কোন ব্যক্তির থুথু মিশ্রিত রয়েছে এবং আমাদের প্রতি পালকের আদেশে আমাদের রুগ্ন ব্যক্তি যেন আরোগ্য লাভ করে।

১৮০। কোন জায়গায় অগ্নিকান্ড দেখলে "আল্লাহ আক্বার" বলবেন; এতে ইন্শাআল্লাহ্ আগুন নিভে যাবে। অগ্নিকান্ড দেখলে এই দোআ পড়তে পারেন–

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ –

উচ্চারণ–ইয়া–না–রো কুনী বার্দাওঁ ওয়া সালামান্ আ'লা ইব্রাহীম।

অর্থ– ইবরাহীমের জন্য (নমরূদের) অগ্নিকুন্ড যেমন ঠান্ড হয়ে গিয়েছিল, তেমনি তুমিও ঠান্ডা হয়ে যাও।

১৮১। শরীরের কোন জায়গা আগুনে পড়লে পোড়া জায়গায় এই দোআ পড়ে ফুঁক দিবেন–

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا اَنْتَ –

উচ্চারণ–আজ্হিবিল বা'ছা রাব্বান্নাছে ওয়া শ্ফে আন্তাশ্ শাফী লা শিফা–আন ইল্লা আন্তা। (হিছনে–হাছীন মিশকাত)

অর্থ– হে মানব জাতির প্রতিপালক! কষ্ট দুর করে দাও। রোগ নিরাময় কর। আরোগ্যদাতা তুমি ছাড়া আর কেউ নাই।

১৮২। চোখে ব্যাথা অনুভব করলে এই দোআ' পড়ে ফূঁক দিবেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَوَصَبَهَا

উচ্চারণ–বিসমিল্লাহে আল্লা–হুম্মা আজহিব্ হার্রাহা অ– বার্দাহা অ–অছাবাহা। (হিছনে হাছীন)

অর্থ –আল্লাহ্র নাম নিয়ে চোখে ফুঁক দিচ্ছি। হে আল্লাহ্ ! যে তাপ ও শীতলতা হতে একে কষ্ট দিচ্ছে ও পীড়া এনেছে তা দুর করে দাও।

১৮৩। অথবা এই দোআ' পড়বেন –

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ وَاَرِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَارِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ

উচ্চারণ – আল্লা–হুম্মা মাত্তে'নী বেবাছারী ওয়াজ আ'লহুল ওয়ারিছা মিন্নী ওয়া আরিনী ফীল আ'দুব্বে ছারী ওয়ানছুরনী আ'লা মান জ্বালামানী। (মুসতাদ্ রাক্)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমার দৃষ্টি শক্তি দিয়ে আমাকে উপকৃত কর। একে আমার মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী কর। আমার শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, এটা আমাকে দেখাও। আর যে আমার উপর জুলুম করে, তার মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর।

১৮৪। জ্বরে আক্রান্ত হলে এই দোআ' পড়বেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ -

উচ্চারণ– বিস্মিল্লা–হিল কাবীর। আউ'জুবিল্লাহিল আ'জীমি মিন্ শার্রি কুল্লি ই'রক্বিন্ না'আ'রিও ওয়া মিন্ শার্রি হার রিন্ নার। (তিরমিজী, আবুদাউদ)

অর্থ–আল্লাহ্র নামে আরোগ্য চাচ্ছি– যিনি শ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাচ্ছি দাউ দাউকারী আগুণও তার উত্তাপ হতে।

১৮৫। প্রস্রাবে কষ্ট বা পাথরী রোগে আক্রান্ত হলে এই দোআ' পড়বেন–

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِيْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ -

উচ্চারণ–রাব্বুনাল্লা হুল্লাজী ফিছ্ ছমায়ে তাক্বাদ্দাছা ইছমুকা আমরুকা ফিস্ সামায়ে ওয়াল আর্দ্বে কামা রাহ্মাতুকা ফিছ্ ছামায়ে ফাজ্ আ'ল রাহ্মাতাকা ফিল আর্দ্বি ওয়াগ্ ফির্ লানা হুবানা ওয়া খাত্বা ইয়ানা আন্তা রাব্বুত্ ত্বায়্যিবীনা আন্জিল শিফায়াম্ মিন্ শিফায়িকা ওয়া রাহ্মাতাম্ মির রাহমাতিকা আ'লা– হাযাল ওয়াজ্য়ে'।

অর্থ–আমাদের প্রতিপালক তিনিই–যিনি আছমানেরও মাবুদ। হে প্রতিপালক ! তোমার নাম পবিত্র। আছমান ও জমীনে তোমার রাজত্ব

চলছে, যেমন আছমানে তোমার রহমত বর্ষিত হচ্ছে। সুতরাং জমীনেও তোমার রহমত বর্ষণ কর, আমাদের যাবতীয় গুণাহ্ মাফ কর। তুমি পুত-পবিত্র লোকদের প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তোমার আরোগ্য ভান্ডার হতে একটা আরোগ্য এবং অসীম রহমত হতে সামান্য একটু রহমত এই ব্যাথার উপর নাজিল কর। ১৮৬। বাচ্চার হেফাজতের জন্য এই দোআ' পড়বেন–

اَعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ -

উচ্চারণ–উঈ'জু বিকালিমাতিল্লা–হি ত্তা–ম্মাতি মিন্ কুল্লে শাই–ত্বানিও ওয়া হা–ম্মাতিওঁ ওয়া মিন্ কুল্লে আ'ইনিল্ লা–ম্মাতিন। (বুখারী)

অর্থ– আমি তোমার জন্য আল্লাহ্র কলেমা সমূহের অছীলায় প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত জীবজন্ত ও প্রত্যেক ক্ষতিদায়ক চক্ষুর অপরকারীতা হতে পানাহ্ চাচ্ছি।

১৮৭। কাউকে যে কোন মুছিবত বা পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে পড়বেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا -

উচ্চারণ–আল্হামদু লিল্লা–হিল্লাজী আ–ফানী মিম্মাব্ তালা–কা বিহী–ওয়া ফাদ্বালানী আ'লা–কাছীরিম্ মিম্মান্ খালাক্বা তাফ্দ্বীলা। (মিশকাত)

অর্থ–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য –যিনি আমাকে ঐ অবস্থায় থেকে রক্ষা করেছেম, যেই অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন।

১৮৮। কোন পেরেশানী বা অশান্তির মধ্যে পড়লে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ شَانِىْ كُلَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণ–আল্লা–হুম্মা রাহ্মাতাকা আর্‌যু ফালা তাকিল্‌নী ইলা নাফ্সী ত্বার ফাতা আ'ইনিওঁ ওয়া আছ্‌লেহ্ শানী কুল্লাহু লা–ইলাহা ইল্লা– আন্‌তা। (হিছনে –হাছীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার রহমতের আশা রাখছি, তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও নফসের সোপার্দ করো না, তুমি আমার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দাও। তুমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই।

১৮৯। অথবা এই দোআ পড়বেন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

উচ্চারণ– হাস্ বুনাল্লা–হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। (তিরমিজী)

অর্থ–আল্লাহ্ আমার যথেষ্ট ও উৎকৃষ্ট নেগাহ্বান।

১৯০। অথবা এই দোআ' পড়বেন–

اَللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّىْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا -

উচ্চারণ– আল্ল–হু আল্লা–হু রাব্বি লা–উশ্‌রিকু বিহী– শাইয়া। (হিছনে–হাছীন, আবু দাউদ)

অর্থ– আল্লাহ ! আমার প্রতিপালক। আমি তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করি না।

১৯১ । অথবা এই দোআ পড়বেন–

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

উচ্চারণ– ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহ্ মাতিকা আস্‌তাগীছু।

অর্থ- হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আমি তোমার রহমতের ওছীলায় ফরিয়াদ করছি।

১৯২। অথবা এই দোআ পড়বেন

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণ-লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্জ্বালেমীন !

অর্থ- হে আল্লাহ ! তুমি ছাড়া মাবুদ নাই, তুমি অতি পবিত্র; আমি অবশ্যই গুনাগারদের অন্তর্ভূক্ত।

হযরত নবী আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন- যে মুসমান এই আয়াতের অসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করে, তার দোআ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে। (তিরমিজী)

১৯৩। মারাত্মক রোগ যেমন- শ্বেতাঙ্গ, পাগল হওয়া ইত্যাদি থেকে পানাহ চাওয়ার দোআ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ -

উচ্চারণ-আল্লহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিনাল বারাছে ওয়াল যুজামে অল্ যুনুনে ওয়া মিন সাইয়্যিল আস্‌কাম। (আবুদাউদ নিসাফ,)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে শ্বেতাঙ্গ, কুষ্ঠ, পাগল হওয়া ইত্যাদি মারাত্মক রোগ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।

১৯৪। মহব্বতের দাবীদারকে এই দোআ বলবেন-

اَحَبَّكَ الَّذِىْ اَحْبَبْتَنِىْ لَهٗ

উচ্চারণ-আহাব্বাকাল্লাজী আহ্‌বাবতানী লাহু। (আবুদাউদ)

অর্থ- ঐ আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে মহব্বত করুন যার জন্য তুমি আমার সাথে মহব্বত করেছ।

১৯৫। কারও মস্তিস্ক বিকৃতি দেখা দিলে একা ধিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত সুরায়ে ফাতেহা পড়ে তার উপর থুথু মারবেন। (আঃ দাউদ)

১৯৬। সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সাত বার সুরায়ে ফাতিহা পড়ে দংশিত স্থানে ফুঁক দিবেন। হিঃ হাছীন, তিরমিজী ।

১৯৭। একদিন হযরত রাসুলে আকরাম (সাঃ) নামাজে মশগুল ছিলেন, এমন সময় একটা বিচ্ছু , তাঁকে দংশন করলো । নামাজ হতে অবসর হয়ে তিনি বললেন- "বিচ্ছু টার উপর আল্লাহ্‌র লানত হোক। কেননা সে নামাজী বা অন্য কাউকে ও খাতির করে না। অতঃপর তিনি কিছু লবণ এনে তা পানিতে গলিয়ে দংশিত স্থানে ছিটালেন এবং বার বার সুরায়ে কাফেরুন, সুরায়ে ইখলাস, সুরায়ে ফালাক্ব ও সুরায়ে নাস পাঠ করলেন। (হিঃ হাছীন, তিবরানী)

১৯৮। গরু মেষ ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্ত রোগাক্রান্ত হলে ১৭৫ নম্বরে বর্ণিত দোআ পড়ে পশুর নাকের ডান দিকের ছিদ্রে চার বার এবং বাম দিকের ছিদ্রে তিন বার ফুঁকু দিবেন। (হিঃ হাছীন)

১৯৯। পাওনাদার কর্জ আদায় পেলে কর্জদারকে বলবেন-

اَوْفَيْتَنِىْ اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ

উচ্চারণ-আওফাইতানী আওফাল্লাহ বিকা। (হিঃ হাছীন)

অর্থ- তুমি আমার কর্জ আদায় করে দিয়েছ, আল্লাহ্ তোমাকে অনেক দিবেন।

২০০। শত্রুর ভয় হলে এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউ' জুবিকা মিন শুরূরিহিম। (আবু দাউদ)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে শত্রুদের মধ্যে যারা পরিবর্তন ঘটাতে চাচ্ছে তাদের থেকে এবং তাদের দুষ্টামি হতে পানাহ চাচ্ছি।

২০১। শত্রু ঘিরে ফেললে এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাস্ তুর আ'ওরাতিনা ওয়া আ-মিন্ রাওআ তিনা। (হিছনে - হাছীন)

অর্থ- হে আল্লাহ্! আমার ইজ্জত রক্ষা করুন এবং ভয় দুরীভুত করে আমাকে শান্তিতে রাখুন।

২০২। কর্জ আদায় করার জন্য এই দোআ' পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ -

উচ্চারণ-আল্লা-হুমম্মাক্ ফিনী বিহালালিকা আ'ন হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্বলিকা আ'ম মান্ ছেওয়াকা। - (মিশকাত)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! হারাম হতে বাঁচিয়ে আপনার হালাল রুজিতে আমার অভাব দুর করুন এবং আপনার ফজল দিয়ে আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করুণ।

মুমুর্য ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কীয় দোআ'

২০৩। মৃত্যু নিকট বর্তী বলে মনে হলে মুমুর্য ব্যক্তি এই দোআ' পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ-আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী ওয়ার্ হাম্‌নী ওয়া আলহিক্বনী বির্ রাফীক্বিল আ'লা । - (হিছনে হাছীন)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর।

২০৪। জাঁ-কান্দানী শুরু হলে মুমূর্ষ ব্যক্তি নিজের হুশ থাকলে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা আই'ন্নী আ'লা-গামারা-তিল মাওতে অ-ছাকারা-তিল মাওত। (তিরমিজী)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! মৃত্যু যন্ত্রণার এই কষ্ট কর পর্যায়ে তুমি আমার মদদ কর।

মুমূর্য ব্যক্তির চেহারা কেবলামুখী করে দিবেন এবং তার কাছে যারা উপস্থিত থাকবেন, তারা তাকে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লা -ল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ' এর তালকীন করবেন অর্থ্যাৎ তার কানের কাছে এই কলেমা বার বার পড়বেন সম্ভব হলে তার দ্বারাও এই কালেমা পড়াবেন। কিন্তু পিড়াপিড়ী করেপড়াবেন না

২০৫। হাদীস শরীফে আছে -যার শেষ কথা " লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ " হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হিছনে- হাছীন)

২০৬। রূহ বের হওয়ার পর মৃতের চোখ বন্ধ করে দিবেন এবং এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ

উচ্চারণ- আল্লা- হুম্মাগ্ ফির্ ফুলানীওঁ ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল মাহ্‌দীঈনা ওয়াখ্‌লুফ্‌হু ফী আ'ক্বাবিহী ফিল গাবিরীনা ওয়াগফির্‌লানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল আ'-লামীনা ওয়াফ্‌সাহ লাহু ফী ক্বাব রিহী- অ-নাব্বির্‌লাহু ফীহ্। (মিশকাত, মুসলিম)

অর্থ- হে আল্লাহ্ ! অমুককে (মৃতের নাম) মাফ কর, তাকে হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য করে তার মর্যাদা উন্নত কর, তার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে তুমি তার প্রতিনিধিত্ব কর এবং আমাদের সকলকে ও তাকে ক্ষমা কর। হে রাব্বুল আলামীন ! তার কবরকে প্রশস্থ ও আলোকময় করে দাও ।

২০৭। মাইয়েতের পরিবারের লোকেরা প্রত্যেকে এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلَهٗ وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্‌লী অ-লাহু অ আ'ক্বিব্‌নী মিনহু উ'ক্ববা- হাসানাহ্ ।

(হিছনে- হাছীন)

অর্থ- হে আল্লাহ্! আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর।. আর আমাকে তার সুযোগ্যে স্থলাভিষিক্ত কর।

নাবালেগ ছেলে- মেয়ের মৃত্যু হলে "আলহামদুলিল্লাহ্ " এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইল্লাইহি রাযিউ'ন " পড়বেন। " হাদীস শরীফে আছে-এরূপ করলে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বলেনঃ " আমার বান্দার জন্য বেহেশ্‌তে একটা ঘর তৈরী কর এবং তার নাম রাখ " বায়তুল হাম্‌দ " (হিছনে হাছীন; তিরমিজী)

জানাজার নামাজ সম্পর্কীয় দো'আ' সমুহ

২০৮। জানাজার নিয়্যত এই -

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ- নাওয়াইতু আন্ উয়াদ্দিইয়া আরবাআ তাক্‌বীরাতি ছালাতিল যানাজাতিঁ ফারদ্বিল কিফাইয়াতি আছ্ ছানাউ হিল্লাহি তাআ'লা ওয়াছ্ ছালাতু আ' লান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দু আউ লিহাজাল মাইয়্যিতি মুতাওয়ায্ যিহান্ ইলাযিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহ আকাবার।

২০৯। উক্ত নিয়্যত করে ৬৷কৃবীরের সাথে যথা স্থানে হাত বাধার পর এই 'সানা' পড়বেন-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

উচ্চারণ- সুবৃহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বিহাম্ দিকা অ-তাবারাকাস্ মুকা অ-আ'লা যাদ্দুকা অ-জাল্লা ছানাউকা অ-লা-ইলাহা গাইরুকা ।

২১০। উক্ত সানা পড়ার পর ত৷কৃবীর বলে নামাজের শেষ বৈঠকে যে দরুদ শরীফ পড়া হয়, তা গড়বেন।

২১১। অতঃপর তাকবীর বলে এই দোআ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَ

صَغِيْرِ نَاوَكَبِيْرِ نَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَنَا- اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ-

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়্যিন। অ–মাইয়্যিতিনা অ–শাহেদেনা অ–গাযেবেনা অ–ছাগীরেনা কাবীরেনা অ– জাকারেনা। অ–উন্‌ছানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্‌য়িহী আ'লাল ইস্‌লামে ওয়ামান্ তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ ফাহু আ'লাল ঈমান।

২১২। নাবালেগ ছেলের জানাজা হলে উপরোক্ত দোআর স্থলে এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মাজ্‌ আ'লহু লানা ফারাত্বাওঁ ওয়াজ্‌ আ'লহু লানা আয্‌রাওঁ অ–জুখ্‌রাওঁ ওয়াজ্‌ আ'লাহু লানা শাফিআ' ওঁ অ–মুশাফ্‌ ফাআ।

নানালেগ মেয়ে লাশ হলে উক্ত দোআর اجْعَلْهُ (ইয্‌আ'লহু) এর স্থলে اجْعَلْهَا (ইয্‌আ'লহা) বলবেন, আর شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا এর স্থলে شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً (শাফিআ' তাওঁ ওয়া মুশাক্‌ ফিআ'তান) পড়বেন।

উপরোক্ত দোআ শেষ হলে তাক্‌বীর বলে অন্যান্য নামাজের মত সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন।

২১৩। মাইয়্যিত্‌কে কবরে রাখার সময় পড়বেন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ–বিসমিল্লাহে অ–আ'লা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ। আঃ দাউদ ।

অর্থ– আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর দ্বীনের উপর একে কবরে রাখা হচ্ছে।

মাইয়্যিতকে দাফন করার পর তার কবরের শিয়রের দিকে সুরায়ে ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শুরু হতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পড়বেন, আর পায়ের দিকে সুরা বাকারার শেষ'দু আয়াত পড়ে কবরে মাটি দেওয়ার পর অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবেন, তারপর তার জন্য মাগফিরাতের দোআ করবেন এবং আল্লাহ তাকে যেন ফেরেশ্‌ তাদের সওয়াল জওয়ারেব বেলায় দৃঢ় রাখেন, সে জন্যও দোআ করবেন। (হিঃ হাছীন, আবু দাউদ)

২১৪। কবরে রাখবার পর মাটি দেওয়ার সময় পড়বেন–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى -

উচ্চারণ–মিনহা খালাক্বনাকুম ওয়া ফীহা নুই'দুকুম ওয়া মিনহা নুখ্‌রিযুকুম তারাতান্‌ উখ্‌রা। (মুস্‌তাদ্‌রিক)

২১৫। কবর জিয়াতের করতে গেলে এই দো আ পড়বেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ -

উচ্চারণ–আস্‌সালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্‌লাল ক্বুবুরে, ইয়াগ্‌ ফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা অ–নাহ্‌নু বিল আছরে। (তিরমিজী ও বুখারী)

হাজত নামাজের দোআ

২১৬। হুজুর (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমার আল্লাহ্‌র কাছে বা বান্দার কাছে কোন হাজৎ বা দরকার হয়, তখন অজু করে দু'রাকায়াত নামাজ পড়ে হাম্‌দ ও ছালাতের পর এই দোআ পড়বে। খোদা চাহেত তোমার হাজৎ পুরা হবে। দোআটি এই

لَاالٰهَ اِلَّااللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَسْئَلُكَ مُوْجِبَات
رَحْمَتِكَ وَعَزَ ائِمَ مَغْفِرَ تِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّوَّ
السَّلَا مَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْ
تَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّافَرَّجْتَهُ وَلَا حَا جَةً هِىَ لَكَ رِضًااِلَّا
قَضَيْتَهَا يَااَرْحَمَ الرَّا حِمِيْنَ .

উচ্চারণ–লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীমু সুবহানাল্লা–হি রাব্বিল আ'রশিল আ'জীম। ওয়াল হামদু লিল্লা–হি রাব্বিল আ'লামীন। আস্‌য়ালুকা মোযিবাতি রাহ্‌মাতিকা ওয়া আ'জারিয়মা মাগ্‌ফিরাতিকা ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিও' ওয়াস্‌ সালামাতা মিন কুল্লি ইছ্‌মিল লা তাদা'লী জাম্‌বান্‌ ইল্লা গাফার্‌তাহু ওয়া লা হাম্মান ইল্লা ফারাজ্‌তাহু ওয়ালা হাজাতান্‌ হিয়া লাকা রিদ্বান ইল্লা ক্বাদ্বাইতাহা ইয়া আর্‌হামার রাহেমীন। (তিরমিজী)

ইস্তেখারা নামাজের দোআ

২১৭। কোন গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিলে বা কোনও বিরাট কাজ করার এরাদা হলে সেই পরিস্থিতিতে নিজের কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিম্নলিখিত দোআ পাঠ করে

আল্লাহ্‌র কাছে পরামর্শ চাওয়ার নাম ইস্তেখারা।

ইশার নামাজের পর হুজুরীয়ে– ক্বালবের সাথে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে তারপর এই দোআ' পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِ رُكَ بِقُدْ رَتِكَ
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِ رُوَ لَااَقْدِرُ
وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ
وَعَا قِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ وَاصْرِ فْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِ رْلِىَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِىْ بِهٖ -

উচ্চারণ–আল্লা–হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বিই'লমিকা ওয়াস তাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা ওয়া আস্‌য়ালুকা মিন্‌ ফাদ্ব্‌ লিকাল আ'জীমি ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা– আলামু ওয়া আন্‌তা আ'ল্লামুল গুয়ূব। আল্লা–হুম্মা ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না। হাজাল আম্‌রা খাইরুল্ল লী ফী–দীনী অ– মাআশী অ– আ'ক্বিবাতে আম্‌রী ফাছ্‌রিফ্‌হু আ'ন্নী ওয়াছরিফ্‌নী আ'ন্‌হু ওয়াক্বদির লিইয়াল্‌ খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদ্বিনী বিহী। (মিশকাত)

২১৮। আয়াতুল কুরসী –

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ- اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ -لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ
ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -

উচ্চারণ– আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা' খুজুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাওম। লাহু মা ফিস্ সামাওয়া–তি ওয়া মা ফীল আরদ্বে। মান্ জাল্লাজী ইয়াশ্ ফাউ ইন্দাহু ইল্লা বিইজ্নিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়া মা খালফাহুম অ–লা ইউহীত্বুনা বিশাইয়িম্ মিন ই'লমিহী ইল্লা বিমা শা–য়া অ– সিআ' কুর সিইয়্যুহস্ সামা– অ–তি ওয়াল আরদ্বা অ–লা ইয়াউদুহু হিফ্জু হুমা অ–হুয়াল আ'লিইয়্যুল আজ্বীম।

অর্থ– আল্লাহ্ তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ– বিশ্বধাতা। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর শমীপে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবী ময় পরিব্যাপ্ত এদের রক্ষণা বেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।

ইস্তেস্কার নামাজ

২১৯। যখন দেশে দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিতে দেশময় হাহাকার ধ্বনি– প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, সেই সময়ে আল্লাহ্– পাকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দু'রাকাত ইস্তেস্কার নামাজ পড়ে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করবেন।– তা হলে অচিরেই খোদার ফজলে বৃষ্টি পাত হবে। উক্ত নামাজ গ্রামের সকলকে ময়দানে জমায়েত করতেঃ ইমামের পিছনে পড়তে হয় এবং

ঈদের খোৎবার মত দুটো খোৎবা ও পাঠ করতে হয়। অতঃপর নামাজান্তে নিম্নোক্তদোআ'টি পড়ে কাতর স্বরে আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করবে।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَرِيْئًا نَفِيْعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا -

উচ্চারণ– আল্লা– হুম্মা আস্ক্বিনা গাইছাম্ মুগীছাম্ মারীয়ান্ নাফী–আ'ন্ গাইরা দ্বাররিন্ আ'যিলান গাইরা আ–জে লিন্। আল্লাহুম্মা আস্কি ই'বাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়া আনজিল রাহ্মাতাকা ওয়া আহ্য়ী বালাদাকাল মাইয়্যে। আল্লাহুম্মা আস্ক্বিনা (২ বার)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! কল্যাণ প্রদ,ক্লেশহারা এবং ফলপ্রদ বৃষ্টি বর্ষণ কর। যে বৃষ্টি ক্ষতিকারক, অশুভ এবং বিলম্বে বর্ষিত হয়, তা বর্ষণ করি ও না হে আল্লাহ্! তোমার বান্দা ও প্রাণীদের তৃপ্ত কর। তাদের প্রতি করুণা বর্ষন কর এবং মৃত জমীনকে জীবিত কর। উহাকে তরতাজা করে দাও হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে তৃপ্ত কর।

বিবিধ দোআ'সমূহ

২২০ মনে কুফরী ভাব উপস্থিত হলে এই দোআ' পড়বেন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ– আউজুবিল্লা–হে মিনাশ্ শাই ত্বানির্ রাযীম আমান্‌তু বিল্লা–হে ওয়া মালা–য়িকাতিহী অ–কুতুবিহী অ– রুসু– লিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল ক্বাদ্‌রে খাইরিহী অ–শার্ রিহী মিনাল্লা–হে তাআ'লা– ওয়াল বাছে বা'দাল মাওত।

২২১। বজ্রপাতের শব্দ শুনলে এই দোআ পড়বেন –

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ –

উচ্চারণ– আল্লা –হুম্মা লা তাক্বতুলনা বিগাদ্বাবিকা অ–লা তুহ্‌লিকনা বিআ'জ–বিকা অ–আ'ফিনা ক্বাবলা জালিকা।

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তোমার গজব দ্বারা আমাদের বধ করিও না ও তোমার শাস্তি দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করিও না এবং এই সমুদয়ের আগে নিরাপত্তা ও সুখ দান করো।

২২২। মনে কুবুদ্ধি বা কুভাব জম্মালে এই দোআ পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ لَا يَاتِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

উচ্চারণ–আল্লা–হুম্মা লা ইয়াতি বিল হাসানাতে ইল্লা আনতা অ–লা ইয়াজ্ হাবুবিস্ সাইয়্যিয়াতে ইল্লা আন্‌তা অ–লা হাওলা অ–লা ক্বুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ – হে আল্লাহ্ ! তুমি ছাড়া উত্তম জিনিসগুলি অন্য কেউ দান করতে পারে না এবং একমাত্র তুমি ছাড়া কু–কর্মগুলি অন্য কেউ দুর করতে পারে না ও মন্দসমুহ দুরীকরণের ক্ষমতা এবং উত্তমগুলি গ্রহণের ক্ষমতা ও একমাত্র উচ্চস্থানীয় মহান আল্লাহ্ পাক ছাড়া কারোর নাই।

২২৩। নিম্নের দোআটি প্রত্যেক নামাজের পর পড়লে ঈমানের সাথে

মৃত্যু হবে। –

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً – اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ –

উচ্চারণ– রাব্বানা লা তুজিগ্ ক্বুলুবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাব্ লানা মিল্লা দুনকা রাহ্‌মাতান ইন্নাকা আন্‌তাল অ–হ্ হাব।

অর্থ– হে আমার প্রতি পালক। আমাদের সরল পথ দেখাবার পর আমাদের হৃদয় বক্র করো না এবং তোমার কাছ হতে আমাদের প্রতি রহমত নাজিল কর, নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা।

২২৪। মনে চঞ্চলতা দেখা দিলে প্রত্যেক নামাজের পর ১১। বার এই দোআ' পড়বেন। –

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

উচ্চারণ– ফাস্‌তাক্বীম্ কামা–উমিরতু ওয়া মান্ তাবা মাআ'কা ওয়া লা তাত্বু গাও।

অর্থ– অনন্তর তুমি ও তোমার সাথে যারা তওবা করেছে,যা' আদেশ করা হয়েছে তাতে স্থির থাক এবং ফিরে যেও না।

২২৫। কুষ্ঠ রোগে কষ্ঠ পাইলে এই দোআ' পড়ে গলিত স্থানে থুথু লাগাবেন–

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ–

উচ্চারণ– ওয়া আইয়ুবা ইজ্ নাদা রাব্বাহু–আন্নী মাস্‌সানিয়াদ্ব দ্বুরু আন্‌তা আরহামুর্ রাহিমিন।

অর্থ– এবং আইয়্যুর তাঁর প্রতিপালককে আহবান করেছিল যে, হে প্রভু! আমাকে রোগ যন্ত্রনায় স্পর্শ করেছে এবং তুমিই অনুগ্রহ

কারীগণের মধ্যে অধিকতর অনুগ্রহশীল।

২২৬। প্রত্যেক নামাজের পর এই দোআ একবার পড়লে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ দ্বীনদার হয়।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ
وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

উচ্চারণ– রাব্বানা হাব্‌লানা মিন আজ্‌ ওয়াযিনা ওয়া জুররিইয়া-তিনা কোররাতা আ'ইউনিও ওয়াযৃ আলনা লিল মোত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থ– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতি হয় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

২২৭। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই দোআটি ৩ বার পড়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের উপর ফুঁক দিয়ে চোখে লাগালে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَا ئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ .

উচ্চারণ– ফাকাশাফ্‌না আ'নকা গিত্বা–য়াকা ফাবাছারুকাল ইয়াওমা হাদীদ।

অর্থ – এখন তোমার সামনে থেকে পর্দা তুলে দিয়েছি। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।

২২৮। সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার – যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে সকাল বেলা এই ইস্তেগফার পড়ে ঐ দিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি তার মৃত্যু হয়। তবে সে জান্নাতবাসী হবে এবং যদি সন্ধ্যা বেলা নিবিষ্ট মনে উহা পড়ে সকাল পর্যন্ত তার মৃত্যু হলে সে জান্নাতবাসী হবে। (মেশকাত)

হযরত আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর – আকরাম (সাঃ) বলেন, লা– ইলা–হা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তেগফার' খুব বেশী করে

পড়। শয়তান বলে যে, আমি মানুষকে গুণাহের দ্বারা ধবংস করি এবং তারা আমাকে 'লা–ইলা– হা ইল্লাল্লা–হ্' ও 'ইস্তেগফার' দিয়ে ধ্বসং করে (মিশকাত)।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ
وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ
بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা আনৃতা রাব্বি লা–ইলা–হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী অ–আনা আ'বদুকা অ–আনা আ'লা –আহ্‌দিকা অ–ওয়া'দিকা মাসৃতাত্বা'তু আউ'জুবিকা মিন্‌ শাররি মা ছানা'তু আবু উলাকা বেনে, মাতিকা আ'লাইয়্যা অ–আবু–উ বিজান্‌ বী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ ফিরু জুনুবা ইল্লা–আনতা। (মিশকাত)

অর্থ– হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ ও আমি তোমার বান্দা এবং আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার আদেশ নিষেধের উপর অটল আছি আমার কৃত গুণাহ হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমি তোমার নেয়ামত সমুহ এবং আমার গুণাহ্ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো । কেন না তুমি ছাড়া ক্ষমা দানকারী আর কেউ নাই।

২২৯। আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে একবার জনৈক সাহাবী (রা) নিজের ঋণগ্রস্থ অবস্থা রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জানাইলে, তিনি নিম্নলিখিত দোআ'টি শিখিয়ে দেন । কিছুদিন আমল করবার পর তিনি (সাঃ) সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হয়েছিলেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ
تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ - وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ–কুলিল্লা হুম্মা মা–লিকাল মুল্‌কে তু'তিল মুলকা মান তাশা–উ অ–তান্‌জিউল মুলকা মিম্মান তাশা–উ। অ–তুইজ্জু মান্‌ তাশা–উ অ–তুজিল্লু মান তাশা–উ। বিইয়াদিকাল্‌ খাইর্‌। ইন্নাকা আ'লাকুল্লে শাইয়িন্‌ ক্বাদীর। (৩; ১১;২৬)

অর্থ– বল, "হে সার্বভৌম শাক্তির মালিক আল্লাহ্‌ ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রম শালী কর আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তি মান।

২৩০। মালামালের বরকতের জন্য এই দোয়া' (দরুদ শরীফ) পড়বেন।–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .

উচ্চারণ– আল্লাহুম্মা ছাল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন্‌ আ'বদিকা অ–রাসুলিকা অ–আ'লাল মু'মিনীনা অল মু'মিনাতে অ–আ'লাল মুসলে–মীনা অল মুসলিমাত। (হিসনে –হাসীন)

অর্থ– হে আল্লাহ্‌! হযরত মহাম্মদ (সাঃ) এর উপর রহমত বর্ষণ কর, যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল। এবং সমস্ত মো' মেণীন পুরুষ ও স্ত্রী এবং সমস্ত মুছলেমীন, পুরুষ ও স্ত্রীর উপর (রহমত বর্ষণ কর)

২৩১। কোরআন মাজীদের ফজীলত–

হযরত আবু সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে হযরত রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তির কোরআন পাঠের কারণে আল্লাহ্‌র জিকির ও অন্যান্য দোয়া করবার অবসর মেলে না তাহাকে আল্লাহ্‌ পাক কুরআনের বরকতে সমস্ত দোআ' কারী অপেক্ষা অধিক দান করবেন।

তিনি, আরও বলেন যে, আল্লাহ্‌র কালামের মর্য্যাদা অন্যান্য কালামের মর্য্যাদা অপেক্ষা এরূপ বেশী। যেরূপ আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং সমস্ত সৃষ্টির উপর। (তিরমিজী)

২৩২। সূরা ফাতেহার ফজীলত– (ক) ইহার মধ্যে সমস্ত রোগের প্রতিষেধক বর্তমান (দারামী, বায়হাকী)

(খ) এক সাহাবী (রা) কে হুজুর আকরাম (সাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি তোমাকে এমন এক সূরার নাম বলবো, যা সমস্ত কোরআন শরীফের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থ্যাৎ সর্বাপেক্ষা ফজীলত পূর্ণ, উহা হচ্ছে আলহাম্‌দু'র সাত আয়ত বিশিষ্ট সূরা।

২৩৩। আয়াতুল কুরসির ফজীলত (ক) সহীহ্‌ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রাতে ও শয়ন কালে আয়াতুল কুরসী পড়ে থাকে; আল্লাহ্‌ পাক তার রক্ষক। শয়তান অঙ্গীকার করেছে যে, যে ব্যক্তি ইহা পড়বে আমি তার কাছে যাব না।

২৩৪। সূরা ইয়া–সীন এর ফজীলত (ক) হুজুর আকরাম (সাঃ) বলেন, প্রত্যেক বস্তর একটা অন্তর আছে, সূরা ইয়াসীন হলো কোরআনের অন্তর। (তিনমিযী)।

(খ) অন্য এক রেওয়ায়তে আছে যে, এই সূরা একবার পাঠ করলে ১০ বার কোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব পাওয়া যাবে এবং পাঠকারীর সমস্ত গুণাহ্‌ ক্ষমা করা হবে। (তিরমিযী, দারেমী)

২৩৫। সূরা রহমানের ফজীলত (ক) এই সূরাকে ইহার অনুপম বাক্যবিন্যাসের জন্য নবীকরিম (সাঃ) " কুরআন শরীফের সৌন্দয্য" বলে উল্লেখ করেছেন।

(খ) প্রত্যহ যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার

মুখমন্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে এবং অবশ্যই সে বেহশ্তে প্রবেশ করবে।

২৩৬। সূরা ওয়াক্বিয়াহ্ এর ফজীলত (ক) নবী আক্ রাম (সাঃ)এরশদ করেন্ যে ব্যক্তি প্রত্যেহ রাতে এই সূরা পাঠ করবে, সে কখনও উপবাসের কষ্ঠ পাবে না (বায়হাকী)

(খ) হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আসন্ন সন্তান প্রসবা নারীর কোমরে এই সূরা বেঁধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভুমিষ্ট হয়।

২৩৭। সূরা মুলকের জীলত-(ক) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাই ইয়াছেন- পবিত্র কোরআন মাযীদে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটা সূরা আছে, যা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে, এই সূরাটি হলো " সূরা মুল্‌ক্"। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়েতে আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা মুলক পাঠ করবে, সে কবর আযাব এবং কিয়ামতের কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাবে। (তিরমিযী)

২৩৮। সূরা মুযাম্মিলের ফজীলত (ক) প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত এই সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে সুখ-শান্তিতে রাখবেন এবং তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দিবেন।

(খ) তাফসীরে বায়যাবী শরীফে বর্ণিত আছে, এই সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে বিপদ দুর হবে। প্রত্যহ একাধারে সাতবার পাঠ করলে রিযিক বৃদ্ধি পাবে।